শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

কৃপাদেশে ও অনুকম্পায়

তদাশ্রিত গৌড়ীয়-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

গৌরাব্দ—৪৪৩

দ্বিতীয় সংস্করণ] [ভিক্ষা ॥০ আনা মাত্র

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

২৪৩।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

রঘুনাথের আবির্ভাব

হুগলী জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর লাইনে 'ত্রিশবিঘা' রেলষ্টেসনের সন্নিহিত সরস্বতী নদীর তটে অবস্থিত সপ্তগ্রাম এককালে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগর ছিল। এই নগরের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রাম। এই গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস নামক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে বাস করিতেন। বর্ত্তমানকালে এইস্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ একটী মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত। শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত (?) শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত

প্রাঙ্গণ। কোন নাটমন্দির নাই, কেবল একটী জগমোহন আছে। কলিকাতা সিমলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ কিছুদিন পূর্ব্বে মন্দিরটীর সংস্কার বিধান করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণটী প্রাকার-পরিবেষ্টিত। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তাহারই সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া একটী নাতি-উচ্চ প্রস্তর-আসন (১৷৷০ হাত দীর্ঘ, ১।০ হাত প্রস্থ ও ৸০ হাত উচ্চ) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিংবদন্তী, এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু ভজন করিতেন।

শ্রীমন্দিরের পাশে স্বল্পতোয়া স্রোতোহীনা সরস্বতী নদী কৃশা মলিনার ন্যায় বিরাজিতা থাকিয়া আজও যেন কৃষ্ণপুরের অতীত গৌরবের স্মৃতি ও নিদর্শন হৃদয়পটে উদয় করাইয়া দিতেছে।

শ্রীহিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা না গেলেও ইঁহারা যে কায়স্থ-কুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পুরুষ ছিলেন, তাহা জানা যায়। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি ‘মজুমদার’। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজানা আদায় তদানীন্তন বার

লক্ষ মুদ্রা ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধ নগর থাকিলেও উহা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলনরত ব্রাহ্মণগণেরই বাসস্থল ছিল মাত্র। সেই শুদ্ধ বিপ্রগণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং দান-বিষয়ে তাঁহারা মুক্তহস্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইঁহাদের অনুগত-ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ ছিল; এইজন্য মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে 'আজা' বা মাতামহ বলিয়া ডাকিতেন। মিশ্রপুরন্দরকেও ইঁহারা পূর্ব্বে অনেক সেবানুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকেও ইঁহারা যথেষ্ট সেবা ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। যদিও ইঁহারা ব্রাহ্মণের সহায়ক ছিলেন, তথাপি মহাপ্রভু ইঁহা-দিগের বিষয়ানুরক্তি দেখিয়া ইঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলিয়াছেন অর্থাৎ ইঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগতিক জাতিকুলের নিরর্থকতা ও বৈষ্ণবের আবির্ভাবের সহিত শৌক্র বা যৌন-সম্বন্ধের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা জানাইবার জন্য যে

হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসকে "বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া", "শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়" প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাঁহাদেরই গৃহে বিষয়-বৈরাগ্যের আদর্শ-প্রতিমূর্ত্তি বৈষ্ণবাচার্য্য-সম্রাট্ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী-প্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বতঃ-প্রকাশ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হয় বলিয়া পূর্ব্বদিক যেরূপ সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ বৈষ্ণব-সূর্য্য কোন বিশেষ-কুলে বা বিশেষ-গৃহে আবির্ভূত হইলেও সেই কুল বা পুরুষবিশেষ বৈষ্ণবের কারণ বা জনক নহেন। আনুমানিক ১৪১৬*শকাব্দায় হিরণ্য মজুমদারের কনিষ্ঠ সহোদর গোবর্দ্ধন মজুমদারের গৃহে শ্রীল রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব হয়। কায়স্থ ও বিষয়ী গোবর্দ্ধনের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রভুবর দাস-গোস্বামী-রঘুনাথকে কায়স্থ বা বিষয়ী কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণাদি-জাতির অন্তর্গত মনে করিলে স্ব-প্রকাশ-সূর্য্যকে

---

* কাহারও কাহারও মতে রঘুনাথের আবির্ভাব-কাল ১৪২৮ শকাব্দা, প্রকটস্থিতি ৭৬ বৎসর, বৃন্দাবন-বাস ৪৯ বৎসর, গৃহে স্থিতি ১৯ বৎসর, নীলাচল-বাস ৮ বৎসর এবং অন্তর্দ্ধান ১৫০৪ শকাব্দা। (শ্রীসজ্জনতোষণী ২য় খণ্ড ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

'পূর্ব্ববিদিকের পুত্র', বা নৃসিংহদেবকে 'স্তম্ভ-পুত্র', কিম্বা শ্রীবরাহদেবকে 'ব্রহ্মনাসারন্ধ্র-পুত্র', 'জলপুত্র' এবং 'বিষ্ঠাভোজি-শূকর-জাতি' বিচার করিবার ভ্রমে পতিত হইতে হয়। শাস্ত্র এইরূপ বিবর্ত্ত-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ মহাভ্রান্ত বিচারকে "ভীষণাদপি ভীষণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ"* বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার "বাপ জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া", তিনিই আবার মহাপ্রভুর বিচারে আচার্য্য-শিরোমণি গোস্বামী—নিখিল ব্রাহ্মণের উপদেষ্টা। ইহা হইতেই জানা যায়, মহাপ্রভু শৌক্র বা যৌন-বিচার অবলম্বন করেন নাই, তিনি বৃত্তবিচার অবলম্বন করিয়াছেন—"বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া"-প্রসূতকে 'গোস্বামী' বলেন নাই, অথবা গোস্বামীর শৌক্র (?) পুত্রকে 'গোস্বামী' বলেন

---

* অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

নাই। তিনি রঘুনাথে ব্রাহ্মণাধীন কায়স্থবুদ্ধির আদর্শ প্রদর্শন করিলে রঘুনাথকে নিখিল ব্রাহ্মণ-গণের গুরু-আচার্য্য-উপদেষ্টৃ-স্বরূপ 'গোস্বামী'-পদে অভিষিক্ত করিতেন না।

বাল্যে রঘুনাথের সাধুসঙ্গ

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের গৃহের অনতিদূরে চাঁদপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। বলরাম আচার্য্য নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র ছিলেন। ঠাকুর হরিদাস কোনও সময় বলরাম আচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক নিরন্তর নামকীর্ত্তনানুশীলন করিতে-ছিলেন। সেই সময় বালক রঘুনাথ পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়নার্থ আগমন-কালে রঘুনাথ প্রত্যহ হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুরের কৃপাভাজন হইলেন। বলরাম আচার্য্য প্রকৃতই পুরের হিতকারী 'পুরোহিত' ছিলেন। তিনি নামাচার্য্য হরিদাসের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে 'অপ্রাকৃত গুরু'-বুদ্ধি করিতেন, তাই নিজ গৃহে রাখিয়া প্রাণের সাধে ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবা করিয়াছিলেন। এক-দিন গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক কোন এক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাবলম্বী ব্রাহ্মণ-ব্রুব নামাচার্য্য হরিদাসকে হিরণ্য-

গোবর্দ্ধনের সভায় অপমান করিলে বলাই পুরোহিত সেই "ঘটপটিয়া মূর্খ" ব্রাহ্মণ-ব্রুবকে যথেষ্ট তিরস্কার ও ব্রাহ্মণ-সহায় মজুমদারের দ্বারা গোপাল চক্রবর্ত্তীকে চিরতরে বহিষ্কৃত করাইয়াছিলেন। হিরণ্য- গোবর্দ্ধনের গুরু-পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-বিরোধী, অদ্বৈত-সন্তানব্রুব, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের পাষণ্ড-বিচারের প্রতিকূলে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই 'স্বয়ং ভগবান্' এবং বৈষ্ণবে 'অপ্রাকৃত'-বুদ্ধি পোষণ করিতেন। তিনি শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন।

রঘুনাথের পলায়ন-চেষ্টা

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন রঘুনাথ যে মুহূর্ত্তে গৌর-সুন্দরের নাম শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের এই আত্ম-সমর্পণ নূতন বা সর্ব্বপ্রথম নহে; তিনি নিত্যকাল গৌরাঙ্গচরণে প্রণত। গৌরাঙ্গের নিত্যভৌম-লীলায় জগজ্জীবকে গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল তিনি এইপ্রকার আত্মসমর্পণের লীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যেদিন হইতে রঘুনাথ মহাপ্রভুর কথা শুনিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অনুরাগানল তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গৃহ, দ্বার, হস্তী, অশ্ব, রথ, নিখিল ঐশ্বর্য্য, অধ্যয়ন—সকলই তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল; নীলাচলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাকারী বিপ্র-লম্ভ-বিগ্রহ মহাপ্রভুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া রঘুনাথ নীলাদ্রি যাইবার জন্য গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। গোবর্দ্ধন মজুমদার কয়েকবার পলায়ন

পর রঘুনাথকে পথ হইতে বাঁধিয়া আনিয়া গৃহে রাখিলেন। রঘুনাথ যাহাতে আর পলাইতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে গোবর্দ্ধনদাস সর্ব্বসময় পুত্রের নিকট পাঁচ জন প্রহরী এবং পুত্রের সান্ত্বনা প্রদান ও সেবাদি করিবার জন্য চারিজন সেবক ও দুইজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন।

রঘুনাথ নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য-ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পুত্রের বহির্ম্মুখ-সংসারে উদাসীনতা ও মহাভাগবত-বৈষ্ণব-সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া বিষয়াসক্ত মাতা-পিতা একমাত্র সন্তান ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী রঘুনাথকে সংসার-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিবার আশায় একটী পরম রূপলাবণ্যবতী, অপ্সরাতুল্যা সুলক্ষণা কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। উত্তম বসন-ভূষণ, স্রক্-চন্দনাদি যেরূপ ক্ষুধানল-সন্তপ্ত পুরুষের তৃপ্তি-বিধানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাতুল্যা ভার্য্যা প্রভৃতিও বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যানলে অনুক্ষণ দগ্ধচিত্ত রঘুনাথের তৃপ্তি আনিতে পারিল না।

শান্তিপুরে মহাপ্রভুর দর্শন

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকাশপূর্ব্বক শান্তি-পুর হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমনোদেযাগের লীলা প্রকাশ করিয়া নীলা-চল হইতে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত বিজয় এবং বৃন্দাবন-গমনের চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় শান্তি-পুরে অদ্বৈত-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর শান্তিপুরে এই দ্বিতীয়বার আগমন। রঘুনাথ যখন শুনিলেন, তাঁহার প্রাণের আরাধ্যবস্তু গৌরসুন্দর শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আসিয়াছেন, তখন তিনি পিতার নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন,— "আমাকে প্রভুর চরণ-দর্শনার্থ শান্তিপুর-গমনে আজ্ঞা প্রদান করুন, অন্যথা আমার প্রাণ থাকিবে না।" গোবর্দ্ধনদাস অগত্যা বহু প্রহরী, লোকজন ও দ্রব্যাদি সহ পুত্রকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন এবং অতি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ—বিরহ-ব্যাকুল রঘুনাথ পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া সাগরগামিনী জাহ্নবীর

ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরণ-সাগরে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। প্রভু রঘুনাথকে পদরজঃ প্রদান করিয়া কৃপা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গোবর্দ্ধনদাসের সম্বন্ধে স্নেহময় হইয়া রঘুকে মহাপ্রভুর সঙ্গ-প্রসাদ ও উচ্ছিষ্টপাত্র প্রদান পূর্ব্বক রঘুর প্রতি যথেষ্ট কৃপাবর্ষণ করিলেন। রঘু শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসমীপে সপ্তদিবসকাল অবস্থান করিয়া, অহোরাত্র নিজ মনোব্যথা প্রভুর চরণে জানাইয়া বলিলেন,—'প্রভো, আমি কেমন করিয়া বিষয়ী পিতার নিযুক্ত প্রহরীগণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইব? প্রভো, কেমন করিয়া নীলাচলে আপনার পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারিব?' সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু—নিত্যসিদ্ধ প্রভুকুলের প্রভু মহাপ্রভু জানিতেন যে, নিত্যসিদ্ধ প্রভু রঘুনাথ—তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর রঘুনাথ কৃষ্ণ-বিরহে—বিপ্রলম্ভবারিধিতে নিত্য অভিষিক্ত; তথাপি জগতে অযুক্ত, অস্থির, কৃত্রিম, ফল্গু, অস্থায়ী, খণ্ড, 'লোক-দেখান', তথাকথিত বৈরাগ্য প্রদর্শনের বিকট ও ব্যর্থ অভিনয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ যুক্তবৈরাগ্যবান্, বৈরাগ্যবপু রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥"

—মহাপ্রভুর এই উপদেশ-রত্নটী রত্নের মধ্যে কৌস্তুভ-মণি; ইহা সাধন-যানে যাত্রিগণের ভব-সংসার-সাগরের অন্তঃস্থিত মহা-সতর্কালোক-স্তম্ভ-স্বরূপ। যাঁহারা সত্য সত্য সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা, এই উপদেশের প্রতিবর্ণের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। প্রত্যেক সাধক-জীবনের হৃদয়ফলকে মহাপ্রভুর এই কয়েকটী কথা আদর্শ-নীতিবাক্যরূপে হীরক-মণ্ডিত করিয়া রাখা উচিত। এই উপদেশ-বাক্য হইতে একটুকু বিচলিত হইলেই আমাদিগকে হয় 'ভোগী', না হয় 'ফল্গু-ত্যাগী', অথবা 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়িতে হইবে।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, প্রভু যখন বৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া

অবস্থান করিবেন, সেই সময় রঘু কোন ছলে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। কৃষ্ণের সেবার জন্য যাঁহার আর্ত্তি, তাঁহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাঁহার জন্য কৃষ্ণই সকল সুযোগ করিয়া দেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ-ভজনের প্রকৃত আর্ত্তি নাই, লোকদেখান অভিনয় মাত্র আছে, কৃষ্ণ-মায়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ইহা বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাহ্য-বৈরাগ্যের অভিনয় সকলই পরিত্যাগ করিলেন। বাহ্যে বিষয়াসক্তির অভিনয় দেখাইয়া মাতাপিতাকে বঞ্চনা পূর্ব্বক অন্তরে কৃষ্ণ-ভজনের বিপুল বৈরাগ্যে অধিষ্ঠিত থাকিলেন। বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন বিষয়ী মাতা-পিতা রঘুনাথের বাহ্য-চেষ্টা দেখিয়া এবং অন্তর-চেষ্টায় প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ থাকিয়া পুত্র "পুনর্মূষিকো ভব"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন, বিচার-পূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন। সুতরাং রঘুনাথের প্রতি প্রহরী-বেষ্টনাদির শিথিলতা করিলেন।

এই প্রকারে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদা রঘুনাথ শুনিতে পাইলেন যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াই রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বৈষয়িক কোন দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁহাকে আরও একবৎসর গৃহে অবস্থান করিতে হইল। ঘটনাটী এই,—পূর্ব্বে এক মুসলমান সপ্তগ্রামের অধিকারী ছিলেন, পরে হিরণ্যদাস তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত

করায় সেই মোস্‌লেম চৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নবাবের উজিরের সাহায্যে সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া হিরণ্য-গোবর্দ্ধনকে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন পলাইয়া গেলেন। মোস্‌লেম চৌধুরী রঘুনাথকে বন্ধন করিলেন এবং বন্দী রঘুনাথকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, যদি রঘুনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত ও পিতাকে শীঘ্র আনয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট যাতনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু মোস্‌লেম চৌধুরী নির্ম্মম-হৃদয় হইলেও রঘু-নাথের মুখ-দর্শনে তাঁহার উপর আর কঠোর অবিচার করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ-ভজন-পরায়ণ সুচতুর রঘুনাথ মোস্‌লেম চৌধুরীকে মান দান করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহার কোপ-শান্তি করিলেন। মোস্‌লেমের হৃদয় এতদূর আর্দ্র হইল যে, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া রঘুনাথের প্রতি স্নেহ-কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। মোস্‌লেম চৌধুরী উজিরকে জানাইয়া রঘুনাথের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। রঘুনাথও জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য মজুমদারের সহিত মোস্‌লেম চৌধুরীর মিলন করাইলেন।

গৌরকৃষ্ণ-বিরহোন্মত্ত রঘুনাথ

রঘুনাথ এইবার মুক্ত হইয়াই নীলাচলে প্রভুর নিকট পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। একদিন রাত্রিকালে শয্যা হইতে উঠিয়া রঘুনাথ একাকী নীলাচলের পথে পলাইয়া যাইতেছিলেন, গোবর্দ্ধন দাস তাঁহাকে বহুদূর হইতে ধরিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। কিন্তু ধরিয়া আনিলে কি হয়, রঘুনাথ যে কৃষ্ণ-বিরহ-বাতুল হইয়াছেন। সুযোগ পাইয়া রঘুনাথ আবার পলাইলেন—পুনঃ পুনঃ পলাইয়া যাইতে লাগিলেন। যতবার পলাইয়া যান, ধনাঢ্য পিতা একমাত্র পুত্রকে যথেষ্ট লোকজন দ্বারা ততবারই ধরিয়া আনান। অবশেষে গোবর্দ্ধন-পত্নী পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পতির নিকট জানাইলেন। গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের প্রেমোন্মাদ বুঝিতে পারিয়া পত্নীকে বলিলেন,—

"ইন্দ্রসম—ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী—অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে?

পানিহাটিতে

পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভু যখন পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে প্রেমের প্লাবন প্রবাহিত করিয়া স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলকে প্রেম-বারিতে অভিষিক্ত করিতেছিলেন, সেই সময় রঘুনাথ পিতার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পানিহাটি-গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ পানিহাটিতে পৌঁছিয়া দেখেন, প্রভু নিত্যানন্দ সুরধুনীতীরে একটি বৃক্ষমূলে পীঠোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং নিম্নে বহু ভক্ত প্রভুকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রমত্ত আছেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন। একজন সেবক নিত্যানন্দ প্রভুকে রঘুনাথের কথা জানাইলে নিত্যানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজ জন রঘুনাথকে স্নেহমাখা-ডাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"* * চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোরে করিমু দণ্ডন॥"

নিত্যানন্দ রঘুনাথকে নিকটে টানিয়া আনিয়া রঘুর মস্তকে স্বীয় কোটিচন্দ্রসুশীতল পদকমল স্থাপন

করিলেন এবং স্ব-গণকে দধি-চিঁড়া-মহোৎসবে পরিতৃপ্ত করাইবার জন্য রঘুনাথকে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ স্বয়ং ধনকুবের বিষয়ী গোবর্দ্ধন দাসের অর্থ স্ব-গণের ভোজনের জন্য রঘুনাথের নিকট যাচ্ঞা করিয়া পানিহাটিতে চিঁড়া-দধি-মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করিবার আদর্শ অর্থাৎ দণ্ড-মহোৎসব-লীলা দ্বারা জানাইলেন, নিত্যানন্দ-গণ বা শুদ্ধ-ভক্তের সেবা দ্বারাই অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থ-নাশ ও নিত্যমঙ্গলোদয় হইয়া থাকে। সেই মহোৎসবে স্ব-গণসহ নিত্যানন্দ প্রভু ধ্যানযোগে মহাপ্রভুকে পানিহাটিতে আনয়ন করিয়া রঘুনাথদাসের চিঁড়াদধি-মহোৎসব স্বীকার করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রঘুনাথ নিতাই-চাঁদের নিকট আসিয়া চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি জানাইয়া বলিলেন,—

“তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥”

রঘুনাথ জানাইলেন, নিত্যানন্দ-গুরু-প্রসাদ ব্যতীত কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লাভ করিতে পারেন না।

নিত্যানন্দ রঘুনাথের চৈতন্যপদ-লাভে ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা দেখিয়া রঘুকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিবার জন্য নিজ ভক্তগণকে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং রঘুনাথকে নিকটে ডাকিয়া রঘুর মস্তকে পদ স্থাপন-পূর্ব্বক বলিলেন,—'রঘু, মহাপ্রভু তোমাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অলক্ষ্যে চিঁড়া-দধি-মহোৎসবে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তোমার সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়াছে। মহাপ্রভু তোমাকে স্বরূপের হস্তে প্রদান করিয়া নিজ অন্তরঙ্গ ভৃত্যরূপে শ্রীচরণে স্থান দিবেন।

রঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে স্বর্ণতাল ও শতমুদ্রা প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং নিত্যা-নন্দ প্রভুর নিকট ঐ বিষয় আপাততঃ গোপন রাখিতে বলিলেন। রাঘব পণ্ডিত রঘুনাথকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন ও প্রসাদী মাল্য চন্দনাদি দ্বারা রঘুকে অভিষিক্ত করিলেন। পথের জন্য রঘুনাথের সহিত অনেক প্রসাদ দিলেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর মহান্ত-ভৃত্য ও আশ্রিত-বর্গকে অভিনন্দনপত্র এবং প্রণামী প্রদান করিতে

ইচ্ছুক হইয়া সবিনয়ে রাঘব পণ্ডিতের নিকট এক শত মুদ্রা ও দুই তোলা সোণা স্থাপন করিলেন। নিত্যানন্দের কৃপাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথ আর গৃহের অন্তঃপুরে যান না, রাত্রিকালে বহির্দেশস্থ দুর্গা-মণ্ডপেই শয়ন করেন। প্রহরিগণ দিবারাত্র সতর্ক থাকিয়া রঘুনাথের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে, যাহাতে রঘুনাথ আর পলাইয়া যাইতে না পারেন।

ক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল, গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরী যাত্রা করিলেন; কিন্তু রঘুনাথ প্রকাশ্যভাবে গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত গমন করিতে পারিলেন না। প্রহরিগণ কড়া পাহারা দিতেছে, আর কোনপ্রকারে পলাইয়া গিয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেও গোবর্দ্ধনদাসের ভৃত্যগণ রঘুনাথকে সেখান হইতে ধরিয়া আনিবে।

চিরতরে গৃহত্যাগ

কিরূপে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে পারিবেন, রঘুনাথের দিবানিশি এই চিন্তা—আহার-নিদ্রা বা অন্য চিন্তা কিছুই নাই। একদিন রঘুনাথ বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়া আছেন; শেষরাত্রে গুরুপুরোহিত যদুনন্দনাচার্য্য মণ্ডপের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রঘুনাথ আচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যদুনন্দন আচার্য্যের এরূপ অপ্রত্যাশিত সময়ে আসিবার কারণ এই যে, যদুনন্দনের এক শিষ্য তাঁহার গৃহদেবতার নিত্য-সেবা করিতেন, সেই শিষ্যটী চাপল্যবশতঃ অর্চ্চন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, যদুনন্দন সেই শিষ্যকে প্রাতরারাত্রিক-সম্পাদনার্থ অনুরোধের জন্য রঘুনাথকে সঙ্গে গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ গুরুর অনুগমন করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে চলিলেন। কতদূর গিয়া গুরুদেবকে কহিলেন,—"প্রভো, আপনি ঘরে যান, আমি অর্চ্চককে পাঠাইয়া দিতেছি।" রঘুনাথ এই ছলে গুরুর নিকট গমনের আজ্ঞা লইয়া প্রথমে সেই জারীকে পঠাইয়া দলিলেন এবং তৎপর উপযুক্ত

সময় বুঝিয়া অতি দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে থাকিলেন। শেষরাত্রে প্রহরীরা সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা রঘুনাথের পলায়নের কথা কিছুই জানিতে পারিল না। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করিতে করিতে ধৃত হইবার আশঙ্কায় পথ ছাড়িয়া বনে বনে উপপথ ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। সারাদিনে পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন। সন্ধ্যায় এক গোপ-গৃহে কিছু দুগ্ধ পান করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত-দেহে গোপের বাথানে পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনের গৃহে রঘুনাথের অদর্শনে মহা-কোলাহল উঠিল। গোবর্দ্ধন দাস মনে করিলেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই পুরী-যাত্রী গৌড়ভক্তগণের সহিত নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শিবানন্দ সেন গৌড়দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন; তজ্জন্য তৎসহ রঘুনাথের অবস্থান অনুমান করিয়া গোবর্দ্ধন দাস রঘুনাথকে গৃহে পাঠাইয়া দিবার মর্ম্মে শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট এক অনুরোধ-পত্রের সহিত দশজন লোক পাঠাইলেন। সেই সকল লোক ঝাঁকড়া

নামক স্থানে পুরী-যাত্রী বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ পাইল। রঘুনাথের সঙ্গে মোটেই দেখা হয় নাই, শিবানন্দ সেন এই কথা জানাইলে গোবর্দ্ধন দাসের প্রেরিত সকল লোকই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রঘুনাথের মাতাপিতা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে প্রভু-প্রেমে আত্মহারা রঘুনাথ প্রভু-চরণ-লাভের জন্য প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উপপথ ও বিভিন্ন কুগ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। সারাদিন উপবাসী—ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ নাই, রৌদ্র-বৃষ্টি জ্ঞান নাই, রঘুনাথ নিরন্তর চলিতেছেন—সমস্ত চিত্ত চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির জন্য তৃষ্ণাতুর। পথে রঘুনাথ কোনদিন কিছু চর্ব্বণ করিয়া থাকেন, কোনদিন বা সারাদিন উপবাসের পর কিছু দুগ্ধ পান করেন, কোনদিন বা কোন অতিথি-বৎসল, করুণ-হৃদয় সুকৃতিশালী মহাত্মার অনুরোধে কিছু রন্ধন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন; এইরূপভাবে দ্বাদশ দিনে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে রঘুনাথের তিনদিন মাত্র অন্নভোজন হইয়াছিল।

নীলাচলে

রঘুনাথ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপাদি ভক্ত-গণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা ১৪৩৯ শকাব্দ। রঘুনাথ দূরে থাকিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিলেন। মুকুন্দ রঘুনাথের আগমন-বার্ত্তা প্রভুকে নিবেদন করিলে মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন। রঘু-নাথ তাঁহার ক্ষুধার অন্ন,—পিপাসার জল—জীবনের জীবাতু-স্বরূপ প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। প্রভু উঠিয়া রঘুনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে স্বরূপাদি ভক্ত-গণের চরণ বন্দনা করিলে রঘুনাথের প্রতি প্রভুর কৃপা দর্শন করিয়া সকলেই রঘুনাথকে আলিঙ্গন দান করিলেন। নিত্যসিদ্ধ নিজ জন রঘুনাথের গৃহত্যাগ উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু অনর্থযুক্ত ভক্তি-সাধক জীবকে শিক্ষা দান করিলেন,—

"প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা গর্ত্ত হৈতে॥"

এদিকে ঐকান্তিক গৌর-কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ রঘুনাথ মনে মনে ভাবিলেন,—

* * "কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা, এই আমি মানি॥"

মহাপ্রভুর শিক্ষা

মহাপ্রভু রঘুনাথকে দেখিয়া ভক্তগণের নিকট হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের চরিত্র বর্ণন করিতে থাকিলেন এবং বলিলেন যে, যদিও হিরণ্য-গোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণে যথেষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ব্রাহ্মণের প্রতি প্রচুর বদান্য, তথাপি ঐরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধি-প্রসূত অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্র অথচ অপ্রতিকূল বিষ্ণু-বৈষ্ণব আনুগত্যাভাস বা লৌকিক-শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে, উহা কনিষ্ঠাধিকার মাত্র। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন,—

"যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যা'তে হয় ভব-বন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥"

যে মহাপ্রভু একদিন তপনমিশ্র-নন্দন শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে "বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১১৩)—এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আজ তিনিই আবার

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর প্রতি ব্রাহ্মণ-সহায় পিতা, মাতা ও সুশীলা ভার্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শকে কৃষ্ণকৃপার মহিমা বলিয়া স্থাপন করিলেন কেন? পুত্রের কাছে তাঁহার সম্মাননীয়, পূজনীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে 'বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া' বলা প্রাকৃত নীতিবাদীর চক্ষেও বিগর্হিত; কিন্তু মহাপ্রভু এ আদর্শ দেখাইলেন কেন? আর পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রাণে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিয়া রঘুনাথের গৃহ-ত্যাগকেই বা মহাপ্রভু অনুমোদন করিলেন কেন?

মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত রঘুনাথের দ্বারা আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা মাতা-পিতার সদাচার, দেব-দ্বিজে ভক্তি, দান-ধ্যান, পুণ্যকর্ম্ম প্রভৃতির দোহাই দিয়া বিষয়াসক্ত মাতা-পিতার সেবার ছলে বিষয়ভোগকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিতে চাহেন, অথবা ভার্য্যার কামে মুগ্ধ হইয়া ভার্য্যার ভক্তির কল্পনা করেন এবং ঐরূপ কল্পিতা ও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণময়ী মিছা ভক্তিতে ভার্য্যাকে অবস্থিত করিয়া ভার্য্যার অঞ্চল-ধ্বক্ হইয়া

পড়েন, সেই সকল অনর্থযুক্ত কপটভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্যই নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এই সকল উপদেশ। রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রদান—বিষয়াসক্ত, অন্যাভিলাষযুক্ত বা বৈষ্ণব-প্রায় মাতা-পিতার সেবা-শিক্ষা-প্রচার নহে। তপনমিশ্র মহাপ্রভুর একান্ত দাস ছিলেন, তিনি মহাভাগবত, তপনমিশ্রের সহধর্ম্মিণীও মহাপ্রভুতে ঐকান্তিক-ভক্তিবিশিষ্টা ; মহাপ্রভুর কাশী-অবস্থান-কালে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন ; তাঁহারা নিত্যকাল মহাপ্রভুর সেবা করেন। তাঁহারা শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুবরের মাতাপিতৃনামধারিগণের ন্যায় পুত্রে ভোগবুদ্ধিকারী, বিষয়াসক্ত বা বৈষ্ণবের প্রায় নহেন। তপনমিশ্র সপরিবারে মহাপ্রভুর নিত্যভক্ত—মহাভাগবত। সুতরাং শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রতি মাতাপিতার সেবার জন্য আদেশ—গৌরভক্ত, মহাভাগবত বৈষ্ণব-সেবার ফলে গৌরচরণ-সেবালাভের আদর্শ জগতে স্থাপন। মহাপ্রভু ফলের দ্বারা কারণ জানাইয়াছেন। বহির্ম্মুখ বা ছলভক্ত জগতে ভক্তাভাস মাতা-পিতার সেবার

নামে বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তির অনুশীলন-ফলে—"জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", "পিতরি প্রীতি-মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" প্রভৃতি লৌকিক-নীতি-বাক্যের আচরণফলে স্বর্গাদি পুণ্যময় অনিত্য কুবিষয়-ভোগ লাভ করিতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে সেরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর দ্বারা মাতা-পিতার সেবার ফলে অধিকতর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং মাতা-পিতার শ্রীধাম-প্রাপ্তির পর বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুর আদর্শ দ্বারা মহাপ্রভুর অভক্তিনীতিবাদিগণকে জানাইলেন,—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥"

"স্বরূপের রঘু"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নিজ দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেইদিন হইতে রঘুনাথ দাস 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া খ্যাত হইলেন। অনুপম ভক্তবৎসল মহাপ্রভু নিজ সেবক গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—'গোবিন্দ! রঘুনাথ পথে অনাহারে, অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, সুতরাং তুমি ভাল করিয়া তাহার সন্তর্পণ কর'। মহাপ্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে প্রসাদ-সেবনের জন্য বলিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত একে একে মিলিত হইলেন। রঘুনাথ সমুদ্র-স্নানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে গোবিন্দ রঘুনাথকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রদান করিলেন; রঘুনাথ আনন্দিত হইয়া সেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

এইরূপে রঘুনাথ পাঁচদিন শ্রীল স্বরূপদামোদরের নিকট অবস্থান ও মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র পাইলেন। ষষ্ঠ দিবস হইতে রঘুনাথ রাত্রিতে

প্রসাদার্থিরূপে সিংহদ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত-ভক্তগণ এইরূপ সারাদিন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন। যদি কেহ কিছু প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে ভিক্ষা নির্ব্বাহন করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন, কাহারও নিকট কিছু চাহেন না।

মহাপ্রভুর উপদেশ

গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট বলিলেন,—"রঘুনাথ এখানে আর প্রসাদ পান না, রাত্রিকালে সিংহ-দ্বারে অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।" মহাপ্রভু নিত্যসিদ্ধ-বৈরাগ্যবপু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া জগতের অনর্থযুক্ত সাধকজীবকে শিক্ষাদানকল্পে বলিলেন,—রঘুনাথ উত্তম কার্য্য করিয়াছে, প্রকৃত বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছে। বৈরাগী অনুক্ষণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, নিজের জীবন-যাত্রার জন্য পরাপেক্ষা করিবেন না। যে পরাপেক্ষা করে, তাহার ভজন-সিদ্ধি হয় না ; কৃষ্ণ তাহাকে উপেক্ষা করেন। বৈরাগী ভজন-পরিপক্কতার জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যৎসামান্য ভিক্ষা করিবেন। বৈরাগী হইয়া জিহ্বালম্পট হইলে তাহার পরমার্থ লাভ হয় না, সে চতুর্ব্বিধ প্রাকৃত রসের দাস হইয়া পড়ে ; স্থায়ীভাব-রতিতে সামগ্রীর সম্মিলনে যে দাস্য-সখ্যাদি চতুর্ব্বিধ অপ্রাকৃত রস, সেই পরম

প্রয়োজন আর প্রাপ্ত হইতে পারে না। বৈরাগীর কৃত্য—নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন। ভজনার্থ জীবনধারণের জন্য শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ব্যতীত কোন প্রকার উদর-লাম্পট্যের কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। জিহ্বার লালসায় যে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেইরূপ শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণের সন্ধান পায় না।

আর একদিন রঘুনাথ ত্যক্ত গৃহ-সাধকের মঙ্গলের জন্য আপনাকে সেইরূপ সাধক-জীব অভিমান করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট নিজ কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ সম্ভ্রমবশতঃ অথবা প্রকৃত ভক্তি-পন্থার অনুসরণ-লীলা-প্রকাশার্থ স্বয়ং মহাপ্রভুর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না, স্বরূপ ও গোবিন্দের দ্বারা অর্থাৎ মহাপ্রভুর সেবকের আনুগত্যে মহাপ্রভুর নিকট পরিপ্রশ্ন জানাইতেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"প্রভো, আপনার শ্রীমুখে রঘুনাথ তাঁহার কর্ত্তব্য শ্রবণ করিতে চাহিতেছেন।" স্বরূপের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন,—

"আমি ত' দামোদর-স্বরূপকেই তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি, তুমি ইঁহারই নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা কর। আমিও যে-সকল কথা না জানি, দামোদর-স্বরূপ সে-সকলই জানেন।" এই বাক্য-ভঙ্গী দ্বারা মহাপ্রভু জানাইয়াছিলেন, মাধ্ব-গৌড়ীয়ের নিত্যপ্রভু বা গুরু শ্রীদামোদরস্বরূপই সমগ্র সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আচার্য্য। মহাপ্রভু রঘু-নাথকে বলিলেন,—"তথাপি যদি আমার আজ্ঞায় তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।" মহাপ্রভু রাগানুগা-ভক্তিযাজীর আচার উপদেশমুখে কহিলেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে রঘুনাথ এই উপদেশামৃত কর্ণাঞ্জলিপুটে পান করিলেন এবং হৃৎস্বর্ণ-সম্পুটে

ধারণ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে একান্তভাবে গৌর-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গসেবা করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে গৌড়ীয়-ভক্তগণ

দেখিতে দেখিতে প্রাকৃতিক বর্ষার সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়াকাশের অপ্রাকৃত ভক্ত-জলদ-শ্রেণী প্রতি বর্ষের ন্যায় এবারও রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে সমাগত হইয়া শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মরত্নাকর স্পর্শ করিলেন। ভক্তবাৎসল্য-বারিধি, বিপ্রলম্ভরসসাগর শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি ভক্তগণকে লইয়া গুণ্ডিচামার্জ্জন, বন্য-ভোজন-মহোৎসব এবং রথাগ্রে অদ্ভুত নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিলেন। রঘুনাথ ভক্ত ও ভগবানের এই সকল অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। ভক্তগণের সহিত রঘুনাথের মিলন হইল, অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু রঘুনাথের উপর উরুকৃপা বর্ষণ করিলেন। শ্রীল শিবানন্দ সেন অনুরোধ-পত্রীসহ গোবর্দ্ধনদাসের রঘুনাথের অন্বেষণার্থ লোক-প্রেরণ এবং রঘুনাথকে না পাইয়া ঝাকরাগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় শ্রীরঘুনাথের কর্ণগোচর করিলেন।

শিবানন্দের রঘুনাথ-প্রশংসা

চাতুর্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয়-ভক্তগণ যখন পুরী হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাহা জানিতে পারিয়া গোবর্দ্ধন দাস নীলাচল-প্রত্যাবৃত্ত শিবানন্দ সেনের :নিকট রঘুনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। শ্রীল শিবানন্দ সেন গোবর্দ্ধন-দাসের প্রেরিত লোকের নিকট রঘুনাথের তাৎকালিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

" * *——তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে কৈরাছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তোঁহো হয় প্রাণসম॥
রাত্রিদিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ॥

দশদণ্ড রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥"

প্রেরিত লোক শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে রঘুনাথের এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া গোবর্দ্ধন দাসের নিকট যথাযথ ঐ সকল কথা বর্ণন করিলেন। কৃষ্ণ-ভোগ্য ভক্তকে নিজভোগ্য-পুত্র-বুদ্ধিকারী সপত্নীক গোবর্দ্ধন দাস রঘুনাথের কৃষ্ণভজনের জন্য ভোগ-ত্যাগের কথা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন।

রঘুনাথের ভিক্ষা কি ?

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥"

জগতের বিষয়ি-সম্প্রাদায়—বিদ্যা-ধন-কুল-রূপ-মদমত্ত বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় মনে করেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদেরই ন্যায় অভাবগ্রস্ত—তাঁহাদেরই ন্যায় ভিখারী—উদরভরণের জন্য পরমুখাপেক্ষী—পরের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী। বিষয়ী, ভোগী ফল্গুবৈরাগ্যের বাহাদুরীটা-মাত্র বোঝে, কিন্তু যুক্তবৈরাগ্যের মহিমা বুঝিতে পারে না। ইহারা জড়সম্ভোগবাদী, তাই বিপ্রলম্ভবৈরাগ্যর কথা বুঝিতে পারে না; উহারা কামে অতৃপ্ত—জড় অভাবে প্রপ্রীড়িত, তাই কামদেবের কামবর্দ্ধন-কামে অতৃপ্ত—স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও অপ্রাকৃত অভাবে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যে দগ্ধচিত্ত গৌরভক্তগণের মাহাত্ম্য বুঝিতে

পারে না। রঘুনাথ অর্থাভাবে কিম্বা অর্জ্জন-শক্তির অভাবে অথবা লোক দেখাইবার জন্য চর্ব্বণ-উপবাসের আদর্শ দেখান নাই'—ইতর সাধারণের ন্যায় দগ্ধোদর-ভরণ-চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া ভিক্ষার অপেক্ষা করেন নাই, কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রমত্ত থাকায় তাঁহার বাহ্যাপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ছিল না; কিন্তু কৃষ্ণভোগ্য-শুদ্ধসত্ত্বে স্বভোগ্য-পুত্রবুদ্ধিকারী গোবর্দ্ধনদাস বা তাঁহার পত্নী তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, রঘুনাথ যখন ভিক্ষা করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অর্থাভাব। রঘুনাথের পিতার চিত্তবৃত্তি জগতের নিখিল বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়ে প্রতিফলিত রহিয়াছে। ঐ বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ অভাবপীড়িত হইয়া তাঁহাদের দ্বারে অনুগ্রহ-প্রার্থী। এই বুদ্ধিতে কেহ বৈষ্ণবগণের উপকার (?) ও অভাব-নিবারণ (?) করিবার সদাশয়তা দেখাইতে প্রস্তুত, কেহ বা তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী সার-মেয়ের ন্যায় গৃহ-দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রস্তুত! বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় প্রকৃত বৈরাগী ও বেষোপজীবী বৈরাগীর পার্থক্য ধরিতে পারে না;

তাই বোঝে না যে, অকিঞ্চনের পরমধন কৃষ্ণের সেবক-বৈষ্ণবগণের ব্যবহার-দুঃখ অন্বয়ভাবে তাঁহাদের দিক্ হইতে কৃষ্ণানুসন্ধানরূপ পরানন্দ-সুখ, আর ব্যতিরেকভাবে জগতের দিকে সকলকে বিষয়ের অনিত্যতা শিক্ষা-প্রদান এবং নিখিল বিষয় দ্বারা অদ্বিতীয় বিষয়-সমুদ্রের পূজায় আকর্ষণ ও আবাহন। গোবর্দ্ধনদাস বা গোবর্দ্ধনদাসের চিত্তবৃত্তির আদর্শ বিষয়ি-সম্প্রদায় যদি বৈষ্ণববুদ্ধিতে রঘুনাথ বা কৃষ্ণভোগ্য-ভক্তের সেবানুকূল্য করিতেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবার ফলস্বরূপ কুবিষয় বিনাশ ও কৃষ্ণবিষয়ানুরক্তি লাভ হইত। কিন্তু কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে স্ব-ভোগ্য-পুত্রবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবসেবার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র স্বভোগ্য-পুত্রের সেবা (বা ভোগ) করিব, কিম্বা বহির্ম্মুখ কপট-সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ণব-সেবার বাহ্যাবরণের ছল লইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা (অর্থাৎ ভোগ) করিব—এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের তাহাতে প্রীতি হয় না। আমরা ইহার সাক্ষ্য গোবর্দ্ধনদাসের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাই।

শ্রীশিবানন্দ ও গোবর্দ্ধনের ভৃত্যবর্গ

গোবর্দ্ধনদাস শিবানন্দসেনের নিকট রঘুনাথের জন্য অর্থসহ যে-সকল লোক পাঠাইয়াছিলেন, শিবানন্দ সেন তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা একাকী নীলাচলে যাইতে পারিবে না, এখন ঘরে যাও, যখন আমি গৌড়ীয়-ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে যাইব, তোমরা সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

শিবানন্দসেন গোবর্দ্ধনের প্রেরিত লোকগণের নিকট শতমুখে রঘুনাথের গুণকীর্ত্তন করিলেন। কাঞ্চনপল্লীনিবাসী বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রিয়পাত্র—সুমধুর-মূর্ত্তি আচার্য্য যদুনন্দন; তাঁহারই প্রিয়শিষ্য—রঘুনাথ। রঘুনাথ তাঁহার নিজগুণে আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের কৃপা-প্রাচুর্য্যে সতত-স্নাত স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্যরাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক নাই,

যিনি স্বরূপের রঘুকে না জানেন। রঘুনাথ সর্ব্ব-সজ্জনের চিত্ত-তোষণ দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয়া নিত্যসিদ্ধ-সৌভাগ্যভূমি হইয়াছেন—যে ভূমিতে বীজবপনের সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীচৈতন্যের অনুপম প্রেমতনু ফলবান্ হইয়াছে।

বিস্ময়ীর অর্ঘ্য

শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের গুণ শ্রবণ করিয়া গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোকসকল গৃহে ফিরিয়া গেল। যখন বর্ষান্তরে শিবানন্দের নীলাচলে যাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন শিবানন্দের নির্দ্দেশানুসারে তাহারা অর্থাদিসহ শিবানন্দের সহিত নীলাচলে চলিল। নীলাচলে পৌঁছিয়া গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত ভৃত্যদ্বয় ও পাচক ব্রাহ্মণ রঘুনাথের আবশ্যকীয় ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ রঘুনাথের হস্তে চারিশত মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অর্থ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত অর্থ অঙ্গীকার করিলেন না। দুইজন সেবক অর্থ লইয়া নীলাচলেই রহিল। রঘুনাথকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় রঘুনাথ নিজের জন্য কপর্দ্দকমাত্রও স্বীকার না করিয়া মহাপ্রভুকে মাসে দুইবার ভিক্ষা করাইবার আনুকূল্যস্বরূপ অষ্ট পণ কড়ি অর্থাৎ আট আনা

মাত্র গ্রহণ করিতে থাকিলেন। এইরূপভাবে মহাপ্রভুর সেবার জন্য প্রতিমাসে আট আনা মাত্র গ্রহণ করিয়া দুই বৎসরকাল গোবর্দ্ধনদাস-প্রেরিত অর্থের কিয়দংশ হইতে মহাপ্রভুর সেবা করিলেন অর্থাৎ দুইবৎসরে মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য ১২৲ বার টাকা মাত্র খরচ হইল। কিন্তু দুইবৎসর পরে রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐরূপ নিমন্ত্রণকার্য্যও পরিত্যাগ করিলেন।

মাসদ্বয় গত হইল। রঘুনাথ আর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন না দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রঘুনাথ কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিল?' স্বরূপ উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ বোধ হয় মনে বিচার করিয়াছেন,—

"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন॥"

ভক্ত ও ভগবানের লীলায় কত যে মহতী শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা সেবোন্মুখ পুরুষগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। বিষয়ী গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত অর্থ নিজের জন্য গ্রহণ না করিয়া রঘুনাথের তাহা মহাপ্রভুর সেবার্থ গ্রহণ সাধারণ বিচারে ত্যাগের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু ভগবদ্ভজন-নিপুণ বৈষ্ণবগণের অসাধারণ বিচারে সেরূপ স্বার্থ-ত্যাগেও কপটতা, অন্যাভিলাষ বা অচিদ্‌বুদ্ধি লুক্কায়িত আছে জানাইবার জন্যই নিত্যসিদ্ধ প্রভুবর রঘুনাথের কনিষ্ঠাধিকারীর চিত্ত-ভাবের অভিনয়-ছলে দেহসম্বন্ধী পিতামাতার ভোগ্য ধন-দ্বারা মহা-প্রভুর সেবা হইতে পারে,—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট কোমলশ্রদ্ধকেও মহতী শিক্ষা দান। এই লীলা-দ্বারা শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, ভোক্তাভিমানী বিষয়ীর ভোগ-বুদ্ধিস্পৃষ্ট জড়দ্রব্য কখনই চিন্ময় বিষ্ণু-ভোগ্য নহে, তাহা দ্বারা গৌর-কৃষ্ণের সেবা হয় না। অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিগণের ভোগ্য জড়বস্তুর দ্বারা চিন্ময়ী বিষ্ণুসেবার পরিমাণচেষ্টা—অনর্থবর্দ্ধিনী ও চিজ্জড়-সমন্বয়মূলা জড়-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা।

মাত্র। তথাপি বালিশের নিত্যমঙ্গলার্থ ভগবান্ কখনও কখনও সেরূপ দ্রব্য গ্রহণের অভিনয় করিয়া বালিশের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনার্থ অমন্দোদয়-দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি অহঙ্কার-বিমূঢ়-ব্যক্তির দ্রব্য কখনও গ্রহণ করেন না। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে এই বিচারটী সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—কৃষ্ণ স্বকীয় স্বাভাবিক ঘনানন্দানুভব দ্বারা সতত সন্তৃপ্ত এবং নিজলাভপূর্ণ, কিন্তু সেই ভগবান্ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিজ স্বভাবেরও অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে অভাব অপরিগৃহীত হইয়াও নিজ ভক্তজনপ্রদত্ত প্রেমসম্পত্তি বা পূজা-লাভে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তজনপ্রদত্ত ভোগ-সম্পত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকেন বলিয়া অন্যজন অর্থাৎ অভক্তকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়, ধন-ব্যয়াদিদ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে ব্যর্থ হইতে পারে? পূজকের ধন ব্যয়াদি ব্যর্থ হয় না। যেমন, মুখ-মণ্ডলে যেরূপ তিলকাদি ধারণ করা যায়, দর্পণে তদনুরূপই প্রতি-বিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে; তদ্রূপ, বিষয়ী ধনব্যয়াদি

দ্বারা যে ভগবানের পূজা করিতে ধাবিত হন, তাহা অধোক্ষজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে অর্পিত না হওয়ায় এবং দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ীর কোন ঐহিক-পারত্রিক ফল-কামনায় অর্পিত হওয়ায় ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না, বিষয়ী প্রতিষ্ঠা বা কোনপ্রকার ঐহিক-পারত্রিক ফল লাভ করিয়া থাকেন। যদি প্রশ্ন হয়, বিষয়ীর হিতার্থ তৎপ্রদত্ত পূজা করুণাময় ভগবান্ কেন গ্রহণ করেন না ? তদুত্তর এই যে, হিতাহিতবিবেকশূন্য অবিদ্বান্‌বিষয়ী ভগবৎপূজার্থ ধন ব্যয় করিয়া কোন সময় শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য শ্রীভগবান্ দয়াপরবশ হইয়াই যেন বিষয়ীর পূজার অপেক্ষা করেন না, প্রাকৃত ফলদানে উহা পরিশোধ করিয়া থাকেন। অতএব বিষয়ীর ভোগ্য-দ্রব্য কখনও চিন্ময়-বিষ্ণুভোগ্য নহে।

মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপের মুখে রঘুনাথের সেবোন্মুখচিত্তের বিচার-প্রণালী শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে (সাধক ও আচার্য্যগণের সঙ্গ বা ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে) উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন॥"

মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তিনি রঘুনাথের অপেক্ষায়ই এতদিন বিষয়ী গোবর্দ্ধনদাসের অর্থে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হৌক, যখন রঘুনাথ স্বয়ংই ঐরূপ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন ভালই হইয়াছে। মহাপ্রভু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে জানাইলেন

যে, ঈশ্বরের অমন্দোদয়-দয়াফলে অনর্থযুক্ত জীবের যখন সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয়, তখন সাধক কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিচেষ্টা ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানোদ্ভাসিতা শুদ্ধ-সেবা-প্রবৃত্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকেন।

রঘুনাথের নিরপেক্ষতা

ভিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকাও রঘুনাথের ভাল লাগিল না, তিনি কয়েকদিন পরে সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া ছত্রে গিয়া মধ্যাহ্নে মাত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দের নিকট রঘুনাথের ঐরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বরূপ, রঘুনাথ ভিক্ষার জন্য এখন কেনই বা সিংহদ্বারে অপেক্ষা করে না? তুমি কি ইহার কোন কারণ জান?" স্বরূপ কহিলেন,—"প্রভো, রঘুনাথ পরমুখাপেক্ষী হইয়া ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকাকে ভাল মনে করেন না, ইহাতে হৃদয়ে শান্তি পান না; মধ্যাহ্নকালে ছত্রে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করেন।" মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া বলিলেন, রঘুনাথ ভালই করিয়াছে; 'সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার।' পরের ইচ্ছামত তাহার নিকট অন্নলাভ-প্রতীক্ষা—নিরপেক্ষ বৈরাগ্য-

ধর্ম্মের প্রতিকূল। বারবনিতা যেরূপ পরপুরুষের কৃপাপেক্ষায় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তদ্রূপ সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান ভিক্ষা-প্রার্থিগণেরও ‘ইনি আসিতেছেন, ইনি দিবেন; ইনি দিয়াছেন; ইনি দিলেন না; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন; এই যে ব্যক্তি চলিয়া গেলেন, ইনি দিলেন না; অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন’—এইরূপ বিবিধ সঙ্কল্পবিকল্প করিতে হয়। মাধুকরী ভিক্ষাই ত্যক্তগৃহ বিরক্তের হরি-ভজনের অনুকূল। কৃষ্ণভজনেচ্ছু ব্যক্তি যাবতীয় সঙ্কল্প-বিকল্প ও পরমুখাপেক্ষা হইতে মুক্ত থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে কৃষ্ণস্মৃতি-সুখ লাভ করিবেন।

গিরিধারি-বিগ্রহ

শ্রীল শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক বৈষ্ণব-যতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা লইয়া আসিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে প্রদান করেন। মহাপ্রভু এই দুই অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণস্মরণকালে প্রভু সেই মালা ও শিলাকে সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিজ্ঞানে কখনও হৃদয়ে ধারণ করেন, কখনও নয়ন-প্রান্তে রাখেন, কখনও বা নাসায় তাঁহাদের অপ্রাকৃত মধুগন্ধ গ্রহণ করেন, কখনও বা শিরে স্থাপন করেন, শিলা প্রভুর নেত্র-জলে নিরন্তর স্নাত হন। মহাপ্রভু তিনবৎসর কাল এই শিলামালারূপিণী গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরমিলিত-তনু মহাভাব গৌরসুন্দর রাধাগোবিন্দ-রতির মূর্ত্ত-বিগ্রহ ও নিজ পরম-প্রেষ্ঠ রঘুনাথের নিকট যেন আপনাকে আপনি বিলাইবার জন্য রসরাজ গিরিধারী

শিলা ও গান্ধর্ব্বা-রূপিণী মালারূপে স্বয়ংই নিবেদিত হইলেন। গৌরসুন্দর এই লীলা দ্বারা জানাইলেন যে, যাঁহারা মহাভাব গৌরাঙ্গের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সম্ভোগ-বিগ্রহ রসরাজ কৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হন; তাঁহাদেরই নিকট নিত্য-মহাভাব-লীলাময় গৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যরসরাজ-লীলাময় রাধাকান্ত কৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের মহাভাবময়ী গৌরলীলা সম্ভোগময়ী রসরাজলীলা নহে। মহাভাবলীলাময় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসে রসরাজের সম্ভোগময়-লীলা প্রকাশিত হয় নাই। সঙ্কীর্ত্তন-রাস বিপ্রলম্ভরস বা মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা মহাভাবময় গৌর-সুন্দর আরাধিত হইলেই তিনি অনর্থমুক্ত জীবের নিকট স্বীয় রসরাজ-লীলাময় রাধাকান্ত-মূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। মহাভাবলীলাময় গৌরসুন্দর কখনও গৌররূপে রসরাজ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন না। যাঁহারা সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ করিয়া মহাভাব-গৌরসুন্দরকে 'রসরাজ' কল্পনা করেন, নিত্য-লীলা-ধ্বংসপ্রয়াসী সেই অপরাধিগণকে মহাপ্রভু সর্ব্বতোভাবে বঞ্চনা করেন, কিন্তু

তাঁহার মহাভাব-স্বরূপের উপাসকের নিকট তিনি তাঁহার রসরাজ-লীলাময় রাধাকান্তস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন,—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ
রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ॥

পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরপদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদ্গত হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে শিলারূপী গিরিধারী-বিগ্রহ ও মালারূপিণী গান্ধর্ব্বা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রঘুনাথ, এই গোবর্দ্ধন-শিলা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বিগ্রহ, তুমি পরম আগ্রহের সহিত ইঁহার সেবা কর"—

"প্রভু কহে, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥

মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহের শুদ্ধ সাত্ত্বিক সেবার প্রণালীও জানাইলেন,—

"এক কুঁজা জল, আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি॥"
দুই দিকে দুই পত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥"

মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে স্বীয় পরমপ্রেষ্ঠ রঘুকে গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়া উপরি-উক্ত সেবা-প্রণালী বলিলেন। রঘুনাথ সানন্দে গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভাব-সেবা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ রঘুকে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত দুই খণ্ড বস্ত্র, একখানি শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর উপবেশন-পীঠ ও জল আনয়নের জন্য একটী কুঁজা প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া ভাব-সেবা করিতে লাগিলেন; সেবাকালে তিনি গোবর্দ্ধন-শিলাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিতে থাকিলেন। 'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধনশিলা' চিন্তা করিবামাত্রই রঘুনাথ প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন। জল-তুলসী দ্বারা শুদ্ধ সাত্ত্বিক বা ভাব-সেবায় রাগাত্মিক হরিজন রঘুনাথের যত সুখ বা প্রেমোদয় হয়, অর্চ্চনমার্গীয় সম্ভ্রমজ্ঞানযুক্ত ষোড়শোপচার-পূজা তাহার সঙ্গে তুলনা দিতে পারে না।

মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের এক একটী আচরণে যে কত মহাকল্যাণময়ী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত—প্রকৃত স্বরূপরূপানুগ মহাপ্রভুর নিজজন গুরুদেবে পর-ভক্ত্যনুশীলন ব্যতীত কখনই বুঝিতে পারি না। এই জন্যই শ্রুতি * বলিয়াছেন,—"যাঁহার গুরুদেবে ও কৃষ্ণে পরা ভক্তি আছে, তাঁহারই নিকট শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় নিজ-জন রঘুনাথ উপরি-উক্ত লীলা দ্বারা আমাদিগকে একাধারে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন।

অদৈব-বর্ণাশ্রমের পালিত, পুষ্ট বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের পদলেহী কতিপয় প্রাকৃত-বুদ্ধিযুক্ত, অক্ষজ-জ্ঞান-মদমত্ত আনখকেশাগ্র-বৈষ্ণব-বিরোধী, বাহ্যে বৈষ্ণবের বেশভূষায় সজ্জিত, অপস্বার্থান্বেষী ব্যক্তি প্রাকৃত ঘৃণিত স্ব স্ব প্রচ্ছন্ন স্বার্থ চরিতার্থ

* যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

করিবার বাসনায় স্বীয় অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্ম্ম সম্বল করিয়া বিষ্ণুর অপ্রাকৃত অর্চ্চা-বিগ্রহে ধাতু বা শিলা-বুদ্ধি, কৃষ্ণপ্রকাশ-বিগ্রহ সেবক-ভগবান্ চিদ্‌বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমীর গুরু পরমহংস-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পূর্ব্বক অনন্তরৌরবে ধাবিত হইবার জন্য কল্পনা করিয়া থাকে যে, বৈষ্ণবীদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার নাই; ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে শালগ্রাম পূজার অধিকার না দিয়া তাঁহাকে গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ দুষ্ট-মত বর্ত্তমানেও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত পদাবলেহী, অপস্বার্থান্ধ জাতি-গোস্বামিসম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অপস্বার্থান্ধ বণিক্-সম্প্রদায় তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি দ্বারা ষড়্গোস্বামীর বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হন, ইঁহাদের কিছুমাত্র বৈষ্ণবতা নাই, কনিষ্ঠাধিকারে যে বৈষ্ণবাভাসটুকু আছে, তাহাও নাই; তাঁহারা মাৎসর্য্যপর কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের চাটুকার, অপরাধী, অপস্বার্থান্ধ, ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পাঞ্চরাত্রিকী

দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্ম-সংহিতা-টীকায় * ধ্রুবের উদাহরণে দীক্ষিত-পুরুষের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ৫ম বিলাসের টীকায় শালগ্রামপূজা-নিত্যতা-প্রকরণে জানাইয়াছেন যে, যে কোন কুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির শালগ্রাম পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার বিরুদ্ধ মত "মাৎসর্য্য-পরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতম্"ইতি মন্তব্যম্ অর্থাৎ মাৎসর্য্যপর কোন কোন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের কল্পিত মত বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ;—

"শূদ্রেষন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে।"

তথা চ নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।"

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

* এবং দীক্ষাতঃ পরষ্টাদেব তস্য (ব্রহ্মণঃ) ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্বসংস্কারস্তদাবাধিতত্বাৎ তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ॥

পাদ্মে চ,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন-শূদ্রকুলোদ্ভূত, এমন কি, চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত অন্ত্যজকুলোদ্ভূত পুরুষগণও যদি বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই শূদ্র বা অন্ত্যজ বলিয়া অভিহিত হন না। শ্রীনারদপুরাণ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলেন,—হে ভূপতে, শ্বপচকুলোদ্ভূত পুরুষও যদি বিষ্ণুর ভক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্বপচকুলে অবতীর্ণ বিষ্ণুভক্তকে শ্বপচজাতি বলা দূরে থাকুক, পুণ্যময় ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়; কারণ তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ বা ভাগবত; নিখিল ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলে মহাসুকৃতিশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইতিহাস-সমুচ্চয়েও উক্ত হইয়াছে, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্র অথবা বর্ণবহির্ভূত নিষাদ ও শ্বপচকুলে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্তে যদি কেহ তত্তজ্জাতি-সামান্যে দর্শন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

ভগবদ্ভক্তগণ কখনই শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, গুণাতীত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, পরমাত্মোপাসক যোগিকুলেরও গুরুদেব, অদ্বয়জ্ঞানাবলম্বী একায়নস্কন্ধী ঐকান্তিক বৈষ্ণব; আর যাঁহারা কর্ম্মজড়তায় আচ্ছন্ন, সেই সকল স্মার্ত্ত বিষ্ণুমায়ার উপাসক, তাঁহারা জনার্দ্দন বিষ্ণুর ভক্ত নহেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলের অভিমান করিলেও বিষ্ণুমায়ায় অভিভূত শোকমগ্ন বলিয়া সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র।

কদর্য্যশীল, বিক্ষিপ্তমতি অনর্থযুক্ত জীবগণের ন্যায় একায়নস্কন্ধী পরমহংসকুলের পাঞ্চরাত্রিকানুষ্ঠান-নিষ্ঠা এবং তদুচিত সংস্কারাদি-গ্রহণের বাহ্যাপেক্ষা নাই বলিয়া তাঁহারা শালগ্রামাদি-অর্চ্চনের অধিকারী নহেন বা তাঁহারা শূদ্র—এইরূপ অনুমান কদর্য্যশীল ব্যক্তিগণের মূর্খতা-প্রসূত। পাঠশালার বালকগণ যদি মনে করে যে, তাহাদের গুরুমহাশয় যে 'তিন তিরিক্ষে নয়' নামতা পড়ান, তাহা মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ তাঁহার ছাত্রগণকে পড়ান না বলিয়া তিনি নামতা জানেন না, সেইরূপ অনুমান যেমন মূর্খ-বালকোচিত

নিরর্থক বাক্যমাত্র, তদ্রূপ যে-সকল ব্যক্তি মনে করেন, একায়নস্কন্ধী পরমহংসবৈষ্ণবগণ যখন কনিষ্ঠাধিকারোচিত অর্চ্চন-নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন না এবং তদুচিত সংস্কারাদিও সকল সময় বাহ্যে গ্রহণ করিবার আদর্শ দেখান না, তখন তাঁহারা শূদ্র—তাঁহাদের শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। এই মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই সাত্বত পঞ্চরাত্র-সমূহ সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

"তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ ধৃত তত্ত্বসাগর বচন)

(বৈষ্ণবী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

"বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।"

(নারদ-পঞ্চরাত্র ভরদ্বাজ-সংহিতা ২।৩৪)

বিনীত শিষ্য-পুত্রাদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন, ইহাই দীক্ষাবিধি।

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফল দ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন।

"ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক-পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র-জন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্রজন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ॥"

(দুর্গমসঙ্গমনী পূঃ বিঃ ১।১৩)

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন-যোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্রজন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভুত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তন-মাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবন-যোগ্যতা লাভ হইলেও সাবিত্রজন্মের অপেক্ষা আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুও তৎকৃত শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত-গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকের "দীক্ষালক্ষণ-ধারিণঃ" পদের স্বলিখিত টীকায় দীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই যজ্ঞোপবীত-ধারণের কর্ত্তব্যতার কথা জানাইয়াছেন ;—

"দীক্ষায়াঃ সাবিত্রাদি-বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্র-বিষয়কাশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি ধর্ত্তুং শীলমধামিতি তথা তে।"

গোবিন্দভাষ্যকার 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থে পাদ্মো-ত্তরখণ্ড-বচন উদ্ধার করিয়া যে পঞ্চ সংস্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'যাগ' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি শালগ্রামাদি-পূজাই স্থাপন করিয়াছেন।

যাঁহারা নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরুদেব শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুতে জাতিবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত দ্বারা শালগ্রাম-পূজার অনধি-কারী প্রমাণিত করিতে চাহেন, সেই সকল গুরু-গৌরাঙ্গ-বিদ্বেষী, গোস্বামিবিরোধী অপরাধীকুলের মূর্খতা এক একটী করিয়া অতি সহজেই খণ্ডনযোগ্য। প্রথমতঃ, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলনকারী শ্রীল সনাতন ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবস্থার উপরে গুরুগিরি করিবার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা শ্রীগণ্ডকী-শিলা ও শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলায় ভেদ-বুদ্ধিকারী। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের যেরূপ ত্রিধাতুক-কুণপে আত্মবুদ্ধি, ভূমিজাত বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি এবং ভক্তগণে প্রাকৃতবুদ্ধি থাকাহেতু পঞ্চরাত্র ভাগবতের বিচারানুসারে তাহারা 'গরু' ও 'গাধা'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, এবং সেই

গোখর-বুদ্ধি লইয়া তাহারা শ্রীক্ষেত্রে (?) মহা-প্রসাদের অস্তিত্ব কল্পনা এবং জগতের সর্ব্বত্র শ্রীজগন্নাথদেব ও তদীয় মহাপ্রসাদের অনস্তিত্ব কল্পনা-পূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞানে ভেদ-বুদ্ধি ও মহাপ্রসাদে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণই গোবর্দ্ধন ও শালগ্রামে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া তাহাদের গোখরত্ব প্রমাণ করে। শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীশালগ্রাম অদ্বয়জ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্ত্তি, বিষ্ণু-তত্ত্বে ভেদ মানিলে মহা-অপরাধ হয়—ইহা গোখরগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। যাহাদের শ্রীশালগ্রামে অন্তর্নিহিত শিলাবুদ্ধি বিরাজিত, তাহাদেরই গোবর্দ্ধনে শিলাবুদ্ধি এবং শালগ্রামের সহিত ভেদবুদ্ধি উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে মহাপ্রভু অশৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষ-বিচারে শাল-গ্রাম পূজায় অধিকার না দিয়া গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা পাষণ্ডতা করে, ব্যাসদেবের বিচারানুসারে তাহাদিগকে একসঙ্গে ভীষণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধে নিমজ্জিত হইতে হয় ;—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-কল্মষ-বিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

সুতরাং যাহারা শ্রীল দাস গোস্বামী বা বৈষ্ণব-গুরুগণকে গোখরবুদ্ধিজাত বিচারের আসামী মনে করে, ব্যাসদেব উহাদিগকে নরকভাক্ বলিয়া জানাইয়াছেন। অধিক কি, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বৈষ্ণব এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণবের কিরূপ শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও ভীষণ-অপরাধ-নিবন্ধন কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবুদ্ধিপুষ্ট নারকিগণের আমর্ষ-নিবৃত্তি হয় না।—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"
(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা ধৃত গারুড়-বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক-সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু একায়নস্কন্ধী একান্তী পরমহংস বৈষ্ণবের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; কাজেই তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কনিষ্ঠাধিকারী পাঞ্চরাত্রিকের অধিকারটুকুমাত্র প্রদান করেন নাই। মহাপ্রভু নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ-কুলের গুরু, নিজ-প্রেষ্ঠ, মহাভাগবত রঘুনাথকে কনিষ্ঠাধি-কারোচিত অর্চ্চন প্রদান করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের শুদ্ধ-সাত্ত্বিক ভাবসেবা প্রদান করিয়াছিলেন;—

"এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥"

রঘুনাথ গুণার্ণব মিশ্রের মত ভৌম-বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ মীনকেতন রামদাসে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। গুণার্ণব মিশ্রের শালগ্রাম-বিষ্ণ্বর্চ্চন ও রঘুনাথের পরমশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন-গিরিধারী এবং গুঞ্জামালারূপিণী স্বীয় ঈশ্বরী গান্ধর্ব্বার ভাব-সেবা এক নহে। গুণার্ণব-মিশ্র প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট, শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন। গুণার্ণব মিশ্রের শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি অথবা শ্রীশালগ্রামকে ভূমিজাত বস্তুজ্ঞানে তাঁহাতে লৌকিকী পূজ্য-বুদ্ধি-মাত্র ছিল; কিন্তু মহাভাগবত রঘুনাথ ভাব-সেবা করিতে করিতে—

* * *

"পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন' ॥
'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।'
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥"

রঘুনাথ একায়নস্কন্ধী একান্তী মহাভাগবত ছিলেন বলিয়াই মহাপ্রভু রঘুনাথকে কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-বৈষ্ণবের অধিকারোচিত শালগ্রাম-বিষ্ণ্বর্চ্চন প্রদান না করিয়া গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী প্রদান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ চিল্লীলা-মিথুনের মহাভাগবতোচিত রাগময়ী-সেবা প্রদান করিয়াছিলেন। গোখর-বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের গোময়পূর্ণ মস্তকে এত বড় কথা প্রবেশ করে না বলিয়াই তাহারা গোবর্দ্ধনশিলারূপী সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও গুঞ্জামালা-রূপিণী সাক্ষাদ্ গান্ধর্ব্বাকে প্রাকৃত শিলা ও কুঁচের মালা অনুমান পূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞানে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া থাকে। শালগ্রাম-বিষ্ণ্বর্চ্চন কনিষ্ঠাধিকারোচিত এবং মধ্যম অধিকারেও গৌরবময়ী সেবার অর্চ্চা; কিন্তু মহা-প্রভুর সেবিত গোবর্দ্ধন-গুঞ্জামালা—রাগময়ী সেবার চিল্লীলা-মিথুন-বিগ্রহ। মহাভাগবত রঘুনাথ মহা-প্রভুর এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—

"রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা॥
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা চরণে'॥

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥”

—এইরূপে রঘুনাথ চিল্লীলা-মিথুনের ভাব-সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন।

একদিল শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে বলিলেন,—

“অষ্ট কৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে সেই অমৃতের সম॥”

রঘুনাথ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর অভিলাষমতে শ্রীরাধাগোবিন্দকে খাজা সন্দেশ প্রদান করিলেন। শ্রীল স্বরূপের আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহার সমাধান করিয়াছিলেন।

রঘুনাথের 'বৈরাগ্য' কি ?

নামোচ্চারণমাত্রেই শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভুর হৃদয়ে দুইটী বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়—বাহ্য দর্শনে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য-বিবেক, আর অন্তর্দর্শনে তাঁহার রাধা-দাস্য। সারগ্রাহিগণ বৈরাগ্য-বিবেক ও রাধা-দাস্যকে দুইটী পৃথগ্ বৃত্তি মনে করেন না। রাধা-দাস্যের অপর নামই 'বৈরাগ্য'; তবে অজ্ঞরূঢ়িতে বৈরাগ্যের যে অপ্রকৃষ্ট ধারণা, সে ধারণার সহিত রূপানুগগণের 'বৈরাগ্য'-শব্দের সুবিদ্বদ্রূঢ়ির বিশেষ পার্থক্য আছে। রূপানুগগণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-স্নানকালে জানেন, রাধা-দাস্যই—বৈরাগ্য-পরাকাষ্ঠা অথবা একমাত্র বৈরাগ্য-বিবেক। অবশ্য এ কথাটী সকলে ধারণা করিতে পারিবেন না; কারণ ইহা মুক্তরাজ্যের চরম-কথা।

জগতের অন্য কোথায়ও বৈরাগ্য নাই—চির-স্মরণীয়-কীর্ত্তি দাতাকর্ণ বা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় কর্ম্মীর বৈরাগ্য নাই—"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" মন্ত্রের উপাসক

নির্ব্বেদ-জ্ঞানীর বৈরাগ্য নাই—হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে ধ্যানস্থ নগ্ন মূর্ত্তি, বায়ুভক্ষণকারী যোগীর বৈরাগ্য নাই—হেঁটমুণ্ড, ঊর্দ্ধবাহু, পঞ্চতপা, বিকট তপস্বি-গণের বৈরাগ্য নাই—এমন কি, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনের জন্য কঙ্কাল-মাত্র-সার মহা-তপস্বী, মৌন-ব্রতধারী বাল্মীকি মুনি, দণ্ডকারণ্যবাসী ফলমূলভোজী সংযতাত্মা ঋষিগণ, পরমাত্ম-ভজনশীল বালিখিল্য ঋষিগণ, সনকাদি মুনিগণ, যুগান্তরসাধনকারী ব্রহ্মাদি তপস্বিগণেরও বৈরাগ্যের পূর্ণতা নাই। বৈরাগ্য-বিদ্যা একমাত্র কৃষ্ণ-বিলাসিনী রাধার অনুচরীগণেই—একমাত্র শ্রীরূপানুগ-গণেই বিরাজিত। 'বৈরাগ্য-বিদ্যা' স্বয়ং মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী। মহাভাবই—বৈরাগ্য, অধিরূঢ়-মহাভাবই—বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তই—বৈরাগ্য-চিন্তামণি, বিপ্রলম্ভই—বৈরাগ্যের পরিভাষা।

অনেকে অজ্ঞাতক্রমে শ্রীল দাসগোস্বামীপ্রভুর বৈরাগ্যের সহিত কপিলাবাস্তুর সিদ্ধার্থের বৈরাগের তুলনা করেন করুন্, কেহ বা দাস-গোস্বামীর বৈরাগ্যের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যের তুলনা করেন করুন্, কিন্তু 'বৈরাগ্য' শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি,

সাধারণরূঢ়ি, এমন কি বিজ্ঞরূঢ়ি পর্য্যন্ত যাহা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ, শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভু সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর, অযুক্ত, খণ্ড বৈরাগ্য-বিভূতির অধিকারী মাত্র নহেন। তিনি সুবিজ্ঞ শ্রীস্বরূপ-রূপের নির্দ্দিষ্ট বৈরাগ্য-বিদ্যার যে রূঢ়ি, তাহারই পূর্ণ অধিকারী। মহাভাবময়ী বৈরাগ্য-বিদ্যা বার্ষভানবীই শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভুর আরাধ্যা ঈশ্বরী, তিনি সেই বৈরাগ্য-বিদ্যাময়, তাঁহার অন্তর-বাহির মহাভাবস্বরূপা-বার্ষভানবী-ময়। তাই আজ আমরা শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর চরিত্র আলোচনা-দ্বারাই একাধারে শ্রীল দাস-গোস্বামীর ও তদীশ্বরী শ্রীমতী বার্ষভানবীর যুগপৎ চরিত্র অনুশীলনের ফল পাইতে পারিব।

শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য-বিদ্যানুরাগ তাঁহার "স্বনিয়ম-দশকে"র দুই একটী শ্লোক হইতে অধিকারী পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন,—

"অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়াসিক্ত-জনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্॥"

এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনি প্রেমনমিত হইয়া "রাধা"

এই স্ফূর্ত্তিময়ী অভিধাসিক্তজনের সহিত প্রেমরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, আমি তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই পূত-পাদোদক সানন্দে পান করিয়া প্রতিদিন নিয়ত শিরে ধারণ করি।

"অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥"

বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ ও নিগম যাঁহার গান করেন, সেই গোবিন্দ-প্রিয়তমা প্রবীণা গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধাকে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দাম্ভিকতাবশতঃ যে-সকল কপটী কেবলমাত্র গোবিন্দের ভজনা করে, তাহাদিগের অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণমাত্রও গমন করি না—ইহাই আমার ব্রত।

বৈরাগ্য-বাপু শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভু "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি"তে যে বৈরাগ্য-বিচার-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বৈরাগ্য-বিচার-বারিধির গভীরতা শ্রীরূপানুগগণই অনুভব করিতে পারেন,—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।

ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥”

হে বরোরু, মদীশ্বরি গান্ধর্ব্বিকে, আমি এতদিন আশাপ্রাচুর্য্যের অমৃত-সিন্ধুতে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিলাম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস, অধিক কি, বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণেও আমার কাজ নাই।

এরূপ বৈরাগ্যবিবেক নৃলোকে হয় না। এ কথা শ্রীরূপানুগ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিবে না—জগতের লোক বুঝিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈরাগ্য-বিদ্যাই শ্রীমতী রাধিকা। বৈরাগ্য-বিবেকে নিজ ভোগ-সুখ-সম্পর্কলেশও নাই; কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যের নামই বৈরাগ্য, তাহার পরিপূর্ণতা শ্রীমতী রাধিকায়—

“কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব ‘রাধিকা’-নাম পুরাণে বাখানে ॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

শ্রীল দাস-গোস্বামী-প্রভু অন্তরে বাহিরে এই বৈরাগ্য-বিদ্যেশ্বরীর সেবায় জীবন যাপন করিয়াছেন, তাই তাঁহার বৈরাগ্যের তুলনা চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে,

বৈকুণ্ঠে, এমন কি দ্বারকায় পর্য্যন্ত মিলে না। তিনি বৃন্দাবনেশ্বরী বৈরাগ্যবিদ্যার দ্বিতীয় বপু।

জগতের লোক যে রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের প্রশংসা করেন—তাঁহাদের ক্ষুদ্র সসীম দৃষ্টিতে দাস-গোস্বামী প্রভুর যে বৈরাগ্যটুকু দর্শন করেন, সেইরূপ আংশিক, অসম্পূর্ণ একদেশী খণ্ড-বৈরাগ্য-বিভূতি দাস-গোস্বামী প্রভুর সেবার জন্য মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া তৎপশ্চাতে সময়-প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেও তাঁহার সেবাধিকার পায় না। জগতের ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় যাহাকে "বৈরাগ্য" বলেন, অসম্পূর্ণ বা ঐশ্বর্য্য-দৃষ্টিতে সেরূপ বৈরাগ্য-বিভূতি শ্রীল দাস-গোস্বামীর পাদপদ্মে সংবদ্ধ দেখিতে পাওয়া গেলেও ঐরূপ বৈরাগ্য পর-বৈরাগ্য-বিদ্যারই খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। দাস-গোস্বামী প্রভু পর-বৈরাগ্য-বিদ্যা-বারিধি শ্রীরাধাকুণ্ডে নিত্য-স্নাত—দাস-গোস্বামী প্রভু বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে নিত্য-অভিষিক্ত—বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভে নিত্য-বিভাবিত। দাস-গোস্বামী প্রভু মহাভাবস্বরূপা বৈরাগ্যবিলাস-বিদ্যা বার্ষভানবীর বপুর্ব্যূহ।

রঘুনাথের বৈরাগ্য

অন্যাভিলাষিগণের অনেকেই দু'দিনের জন্য বৈরাগ্যের ভান প্রদর্শন করিয়া জড় কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠাসংগ্রহে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ঐরূপ বৈরাগ্যকে 'মর্কট' বা 'ফল্গু-বৈরাগ্য' বলে। মর্কট স্বভাবতঃই অস্থির, গৃহস্থের ঘর হইতে খাদ্য-অপহরণের জন্য কিছুকাল স্থৈর্য্য ও অচঞ্চলতা প্রদর্শন করিলেও পর-মুহূর্ত্তেই উহার নিজ স্বভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে। মর্কট দিগম্বর হইয়া পরিব্রাজক ভিক্ষুর ন্যায় বিচরণ করে, কদলী-ফল-মূল প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করে, বনে বাস করে, নিজ-অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাময়িক স্থৈর্য্য প্রদর্শন করে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, মিছাভক্ত, কপট প্রাকৃত সহজিয়াগণের বৈরাগ্যও সেইরূপ—কোন না কোন অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য। কপট-সহজিয়াগণ—ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করিয়া জড়া প্রতিষ্ঠা-রূপা শূকরী-বিষ্ঠা ঘাঁটিয়া থাকে—মাধুকরী

বা মহাপ্রভুর-সেবার্থ ভিক্ষা করিবার ছলনায় ছোট হরিদাসের আদর্শে পরস্ত্রী-সম্ভাষণ কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকে—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অনুকরণ বা তাঁহার প্রতি মর্কট স্বভাবোচিত মুখভঙ্গী প্রদর্শনের জন্য রাধাকুণ্ড বা বৃন্দাবন-নবদ্বীপ-বাসের ছলনা করিয়া কনকাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত অন্য উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ঐ সকল বৈরাগ্যের অভিনয় যুক্তবৈরাগ্য নহে। অনেকেই সাময়িক ভাব-প্রবণতা বা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া দু'দিনের জন্য বৈরাগ্যের ভান দেখাইতে পারে এবং কিছুকাল পরেই "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া "যে তিমিরে সেই তিমিরে" অথবা অস্থির-বৈরাগ্যের প্রবল প্রতিক্রিয়াবশতঃ তাহা হইতেও অন্ধতমে অর্থাৎ ঘৃণ্য ভোগ-রাজ্যে পতিত হইয়া থাকে। অযুক্ত-বৈরাগ্যের ইহাই লক্ষণ। যুক্ত-বৈরাগ্য কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বা প্রণয়-রজ্জু-দ্বারা সংযুক্ত। রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে অদ্বিতীয়, অদ্ভুত, বৈরাগ্যযুক্ ভজনের আদর্শ সেইরূপ। তাঁহার বৈরাগ্যের অপর নাম

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান—কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে পাইয়াও অতৃপ্তি—অসামান্যা কৃষ্ণসেবা-লালসা। একটী প্রাকৃত অসম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে,—যেমন, পতিহারা সতী পাগলিনী হইয়া পতির অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁহার লজ্জা-জ্ঞান থাকে না, বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত আছে কি না, সে বিষয়ে অনুভূতি থাকে না—খাওয়া, পরা, পুত্রপৌত্রাদির পরিচর্য্যা, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ, গুরুবর্গের সেবা হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে মনোযোগ থাকে না—দেহের মার্জ্জন-ভূষণ, কেশ-বিন্যাস, তাম্বূলাদি সেবা প্রভৃতি সম্ভোগ-চেষ্টার অবসর থাকে না—কেবল আত্মহারা হইয়া "কোথা যাও, কোথা পাও" এই ভাবে বিভোর থাকেন, সেইরূপ কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য যাঁহারা পাগল, তাঁহারাও সম্ভোগবাদীর ন্যায় জড়তৃপ্তি, এমন কি আত্মারামত্বে পর্য্যন্ত তৃপ্ত হন না। শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা, সুতরাং সেই বৈরাগ্য-বারিধির পরিমাণ কে করিতে পারিবে? তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥"

শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য-বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী। রঘুনাথ মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্য-বিগ্রহ। জড়সম্ভোগবাদী, অনর্থযুক্ত, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব আমরা—আমাদের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—আনখ-কেশাগ্র যেরূপ কৃষ্ণ-বিমুখতা-নিবন্ধন—শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভূষণে অনুক্ষণ ভোগানুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ সম্ভোগ-বিগ্রহ-কৃষ্ণের সেবার নিত্য-পরিপূর্ণ-উন্মুখতা-পরাকাষ্ঠার আদর্শ-প্রদর্শনকারী শ্রীল রঘুনাথের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আনখ-কেশাগ্র, কায়-মনোবাক্য, শয়নে স্বপনে, অশনে, ভূষণে অবিরাম কৃষ্ণসেবানুসন্ধানের আদর্শই আবিষ্কার করিয়াছে। প্রভুবর শ্রীল দাস গোস্বামী তাঁহার স্বরচিত 'প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দ-স্তোত্রে, কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি-আরাধনার মূর্ত্তবিগ্রহ কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার মহাভাবচিন্তামণি নিজেশ্বরী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর স্বরূপ-বর্ণনে শ্রীরাধার মানসিক ভাব, কায়িক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বেশভূষা সমস্তই যে কৃষ্ণপ্রেমের এক একটী শোভা বা ভূষণ, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া

দেখাইয়াছেন। রাধা-দাস্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুরও চিত্তবৃত্তি, কায়িক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শয়ন-স্বপন, অশন-ভূষণ সেই চিল্লীলামিথুনের সেবারই এক একটি শোভা বা ভূষণ-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ ভজনের আদর্শ নৃলোকে বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোনদিনে॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর কোন কোন দিন চারিদণ্ড আহার-নিদ্রার অভিনয়ও পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-ভজন। মহাভাগবতগণ আহার-নিদ্রার অভিনয়েও কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। সাধারণ জীবের তমোগুণোত্থ বা আলস্যজনিত নিদ্রা, কিম্বা রজো-গুণোত্থ বা প্রবৃত্তিজনিত আহার চেষ্টার ন্যায় কৃষ্ণভজনশীল মহাভাগবতগণের আহার-নিদ্রা নহে। তাঁহাদের আহার-নিদ্রা—শয়ন-স্বপন সকলই পূর্ণ হারভজন। কাজেই কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনা পাঠ করিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, দাস গোস্বামী প্রভুর ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা

হরিভজন হয় নাই, কিছু কম ছিল; তাহা নহে। বায়ুভক্ষণকারী, বিজিতনিদ্র যোগি-তপস্বিগণ অনাহারে, অনিদ্রায় যুগ-যুগান্তর কাটাইলেও বিপ্রলম্ভ-বপু রঘুনাথের অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন-আদর্শের কোট্যংশের একাংশের সহিতও তুলনা হইতে পারে না। তাই বিজিত ষড়্‌বর্গ গোস্বামী রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনারে করে নির্ব্বেদন॥"

বিপ্রলম্ভবপু গৌরভক্তগণের পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা ত' আর আমাদের মত আত্মসম্ভোগ-চেষ্টারত দেহারামী নহেন, দেহারামত্ব কেন, আত্মারামত্বও যে তাঁহাদের নিকট ন্যক্কৃত। কৃষ্ণানুসন্ধানে যাঁহারা পাগল, তাঁহারা ছিণ্ডা কানি-কাঁথা অথবা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ন্যায় উত্তম বসন-ভূষণই পরিধান করুন, তাঁহাদের তাহা দেখিবার,

ভাবিবার, ভোগ করিবার অবসর কোথায় ? তাঁহারা দেহের কার্য্য অভ্যাসে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণসেবানুসন্ধানে রত—কৃষ্ণসেবা-রস-সমুদ্রে নিমজ্জিত। সম্ভোগবাদি আমরা ভোজন পাইলে নাচিয়া উঠি ; কারণ, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিই আমাদের বিরূপের স্বাভাবিকী বৃত্তি। ঈশাবাস্য-জগৎকে ভক্ষণ করিব—লুণ্ঠন করিব—ভোগ করিব—ইহাই আমাদের বর্ত্তমানের দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণসেবার জন্য জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে বলেন, —অহো ! আমি এই ক্ষুধাব্যাধির পরিচর্য্যা করিতে গিয়া এই ক্ষণকাল কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম ; ধিক্ আমাকে, শত ধিক্ ! কোথায় কৃষ্ণকে ভোগ করাইব—কৃষ্ণ আমাকে ভোগ করিবেন, কিন্তু আমি এ কি করিতেছি ? তাঁহারা কিন্তু ভোগ করেন না, তাঁহাদের ভোগবুদ্ধি নাই, তাঁহাদের সততই কৃষ্ণস্মৃতি, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কৃষ্ণপ্রসাদ কৃষ্ণকৃপারূপে আস্বাদন করেন ; তাহা দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণকেই ভোগ করান—কৃষ্ণেরই সেবা করেন। ভাগবত-

গণের নিজ ভোজনেও কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণকে ভোগ করাইবার চেষ্টা। 'আপনার নির্ব্বেদন' করিতে করিতে অন্বয়ভাবে তাঁহারা ভোজনের মধ্যেও বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া থাকেন, ব্যতিরেক-ভাবে অনর্থযুক্ত জীবকুলকে কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, মহা-ভাগবতগণের আহার-নিদ্রাও কৃষ্ণ-ভজন—তাহাও কৃষ্ণানুসন্ধান—তাহাও বৈরাগ্য—তাহাও বিপ্রলম্ভ; আর জড়সম্ভোগবাদী, দেহারামী বা ছল-আত্মা-রামত্বানুসন্ধানকারী, যোগি-তপস্বিগণের আহারনিদ্রা পরিত্যাগও প্রচ্ছন্ন-ভোগ বা সম্ভোগ চেষ্টা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ভোজনকালেও বিপ্রলম্ভ বা নির্ব্বেদ প্রকাশ করিতে করিতে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন,—

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ॥"

যদি পরব্রহ্মকে কেহ জানিতে পারেন, তাহা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষ সেই পুরুষ আবার কি জন্য কি সুখ ইচ্ছা করিয়া, জিহ্বা-লম্পট হইয়া দেহপোষণে যত্ন করিয়া থাকেন?

কিছুদিন পরে রঘুনাথ মধ্যাহ্নকালে ছত্রে গমন পূর্ব্বক মাধুকরী গ্রহণের চেষ্টাও পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণভজন করিতে চাহেন, তাঁহারা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ হইবার চেষ্টা করিবেন। ইহার পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার আচরণ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। রঘুনাথ ছত্রে মাধুকরী গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রসাদ-বিক্রেতাদের যে সমস্ত প্রসাদ বিক্রয় না হইত এবং যাহা দুই তিন দিন হইয়া গেলে পসারিগণ সিংহদ্বারের নিকট কোন এক স্থানে গাভীদিগকে বিলাইয়া দিত, পচা গন্ধে গাভীরাও যাহা ভক্ষণ করিতে না পারিয়া চলিয়া যাইত, রঘুনাথ রাত্রিকালে, লোকে না দেখিতে পায় এইরূপভাবে, ঐ সকল পর্য্যুষিত অন্ন ঘরে লইয়া আসিয়া জলে ধৌত করিতেন এবং ভিতরের দৃঢ় অন্ন সংগ্রহ করিয়া লবণ-সংযোগে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্‌বস্তু-জ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু রঘুনাথের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সানন্দে রঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ কিছু চাহিয়া লইলেন এবং কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্‌বস্তুজ্ঞানে

তাহা আস্বাদন করিলেন। আস্বাদন করিয়া শ্রীল রঘুনাথকে বলিলেন,—

* *—"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।

আমা সবায় নাহি দেহ'—কি তোমার প্রকৃতি ?"

মহাপ্রভু যখন সেবক-গোবিন্দের মুখে এই সকল অপূর্ব্ব বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন রঘুনাথের নিকট আসিয়া রঘুনাথ ও স্বরূপকে বলিতে লাগিলেন,—

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে ?"

—এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথের নিকট হইতে এক গ্রাস অন্ন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিলেন। মহাপ্রভু যেই আর এক গ্রাস উঠাইয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি স্বরূপ মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—"প্রভো, ইহা তোমার যোগ্য নহে।" স্বরূপ প্রভুর হাত হইতে মুষ্টিবদ্ধ অন্ন কাড়িয়া লইলেন। মহাপ্রভু স্বরূপকে বলিলেন,—

"* *—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।

ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।

রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে॥"

পাঠক, "এক লীলায় করেন প্রভু লীলা পাঁচ সাত"—এই বাক্যের সার্থকতা ত' মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের লীলা-তরঙ্গে কতবার দেখিয়াছেন, এই লীলালহরীতেও তাহা দর্শন করুন। লোক-শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ স্বলীলায় কত ভাবেই না জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন! হায়! আমার ন্যায় পামর তাহা দেখিয়াও দেখিল না—বুঝিয়াও বুঝিল না—শুনিয়াও শুনিল না। যে শ্রীস্বরূপ দামোদর রঘুনাথকে বলিলেন,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি। আমা সবায় নাহি দেহ' কি তোমার প্রকৃতি?" আবার সেই শ্রীস্বরূপই মহাপ্রভুর হাত হইতে সেই "অমৃত" "তব যোগ্য নহে" বলিয়া কাড়িয়া লইলেন! এই দুই বাক্য ও আচরণের মধ্যে যে কত মহতী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, গুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখগণই তাহা উদ্ঘাটন করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত আমরা—সেবা-বিমুখ আমরা—আনখ-কেশাগ্র বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ আমরা সাধক ও সিদ্ধকে, শিষ্য ও গুরুকে, অনর্থযুক্ত ও অনর্থমুক্তকে সমপর্য্যায়ে গণনা করি। কৃষ্ণবহির্ম্মুখিনী চিত্তবৃত্তি

আমাদিগকে প্রতি পদে এইরূপ ভ্রান্তির পথে প্রধাবিত করিয়া থাকে, তাই সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আচার্য্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট মাধ্বগৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু আমাদিগের নিকট এক অদ্ভুত লীলা আবিষ্কার করিয়া মহতী শিক্ষা দান করিলেন।

সাধক ও সিদ্ধের কি এক অবস্থা ?

স্বরূপ দামোদর প্রভু রঘুনাথ ও মহাপ্রভুর প্রতি দুইটী পৃথক্ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করিয়া সাধক জীবকুলের জন্য জানাইলেন যে, (জীবশিক্ষার্থ) সাধক-লীলাভিনয়কারী (নিত্যসিদ্ধ) প্রভুবর রঘুনাথের বা সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বৈরাগ্য আচরণের অভ্যাস থাকিলেও নিখিল ঐশ্বর্য্যশালী নিত্যসিদ্ধ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভুজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিদুপকরণের দ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। সাধকসিদ্ধসমন্বয়বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতা হইতেই মনে হয় যে, সাধকের ন্যায় সিদ্ধও নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিতে বাধ্য। রামচন্দ্রপুরী, অমোঘ প্রভৃতির আদর্শ লইয়া অনেকে মহাপ্রভুর রাঘবের ঝালির বিচিত্র ভোজ্যসামগ্রী বা সার্ব্বভৌমের গৃহে বিচিত্র নৈবেদ্যসম্ভার গ্রহণকে মহাপ্রভুর পক্ষে উদরলাম্পট্য মনে করে, কেহ বা অবধূত নিত্যানন্দ রামের

দারপরিগ্রহ-কার্য্যকে বান্তাশীর আচরণ মনে করে, কেহ বা মহাবিষ্ণ্বতার অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্রাজগণের একাধিক পত্নী গ্রহণ, জাহ্নবা ঠাকুরাণীর উষ্ণজলে স্নান, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ, বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতির বিষয়সেবার অভিনয়কে বিলাসিতা বা প্রাকৃত বিষয়নিষ্ঠা মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। এই সকল পাষণ্ডতার মূল কারণ সিদ্ধ ও সাধকে সমন্বয়-বুদ্ধি। যেমন হিতাহিত জ্ঞানবিলুপ্ত রোগিকুল মনে করিয়া থাকে যে, স্বাস্থ্যবান্ চিকিৎসক-সমাজকেও রোগিকুলের ন্যায় সাগু, বার্লি, তিক্ত ঔষধ গ্রহণ ও উপবাসাদি আচরণ করিতে বাধ্য হওয়া উচিত, তদ্রূপ মৎসর অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকে যে, সিদ্ধগণও সাধকের ন্যায় উপবাস, শুষ্করুটি, চানা, পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত প্রসাদান্ন গ্রহণ, ছেঁড়া কাঁথা, শতছিদ্র কানি পরিধান, এক এক বৃক্ষতলে এক এক দিন বাস, অপরের দ্বারা লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত ও তিরস্কৃত হইতে বাধ্য হইবেন। যেহেতু কোন কোন সিদ্ধ মহাভাগবত যখন সাধক জীবগণকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য এক

এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন করিয়াছেন, অনিকেত থাকিয়াছেন, শুষ্ক রুটী, চানা, পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্ন বা কেবল কর্দ্দম গ্রহণ করিবার অভিনয় দেখাইয়াছেন, উপবাসী থাকিয়াছেন, জগতের লোকের নিষ্ঠীবন, তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াও সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, নিত্য কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়চিত্ত, সিদ্ধ গুরুবৈষ্ণবগণও আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আমাদের গোলামী করিতে বাধ্য হইবেন! আমরা আমাদের নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গকে বিধর্ম্মী দ্বারা বাইশবাজারে প্রহৃত করাইব, মদ্যপের দ্বারা গুরু বৈষ্ণব-বর্গের অঙ্গে কলসীর কানা নিক্ষেপ করাইয়া রক্ত বাহির করাইব, আমরা বিলাসিনী সহ অট্টালিকায় বাস করিয়া গুরুবৈষ্ণবকে অনিকেত থাকিতে বাধ্য করিব, আমরা বোল্‌সরয়েজ্‌, মোটর গাড়ী, স্যালুনকার, এরিয়োপ্লেন প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবাতৎপর গুরুবৈষ্ণববর্গকে পদব্রজে চলিতে বাধ্য করিব, আমরা নরকপথের সাধনযান দেহের বিলাসের জন্য চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ, বিজিতষড়্‌বর্গ গুরুবৈষ্ণব-

বর্গকে পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্ন, শুষ্ক রুটী, ছোলা, বায়ু প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিব। এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ব্রহ্মমাধ্বগৌড়েশ্বর শ্রীল স্বরূপদামোদরের ঐরূপ শিক্ষালীলা প্রচার। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু জানাই- লেন—সাধক জীবের পক্ষে আনুকরণিক নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার সহিত কর্দ্দমাক্ত পর্য্যুষিত অন্ন প্রভৃতি গ্রহণরূপ বৈরাগ্যাচরণ যোগ্য হইলেও সিদ্ধগুরু-বৈষ্ণববর্গ বা স্বয়ং ভগবানের প্রতি তদধীন বশ্য বদ্ধ জীব তাহা শাসনবিধিরূপে নিয়োগ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র লোকশিক্ষকলীলা-ভিনয়কারী ভগবান্ বা গুরুবৈষ্ণববর্গ লোক-শিক্ষা-দানার্থে স্বেচ্ছায় বৈরাগ্যের আচরণ প্রদর্শন করিলেও আমরা স্বতন্ত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবানকে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানার্থ সাধক জীবোচিত সাধন করা-ইতে বাধ্য করিতে পারি না। তাহা রামচন্দ্রপুরী বা অমোঘের আদর্শে পাষণ্ডতা। গুরুবৈষ্ণব দৈন্য করিয়া ছেঁড়া কাঁথা পরিধান, পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্ন ভোজন, আপনাকে 'অধম চণ্ডাল'রূপে বর্ণন করিতে চাহিলে তাঁহার গায় ছেঁড়া কাঁথা পরাইয়া

দিতে হইবে না বা তাঁহার ভোজনের জন্য পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে না কিম্বা তাঁহাকে 'অধম চণ্ডাল' বলিতে হইবে না, সিদ্ধান্ত সম্রাট স্বরূপদামোদর প্রভু ইহাই শিক্ষা দিলেন।

হরিগুরুবৈষ্ণবের অ-মায়ায় দয়া হিংসা কি নিষ্ঠুরতা ?

শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধক-জীবলীলাভিনয়কারী (নিত্যসিদ্ধ প্রভুবর) শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্যের উত্তরোত্তর তীব্রতা ও ঐকান্তিকতা-দর্শনে আনন্দিত হইলেন কেন ?

"রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে"।

* * * *

"যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্ ॥"

সাধারণ বিচারে ইহা নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা বা মৎসরতা বলিয়াই মনে হয়। রঘুনাথ বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা-সম স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভুর আনন্দ ধরে না ; আবার যখন গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত সেবক ও অর্থাদি রঘুনাথ নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না, তখন মহাপ্রভুর আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল। পুনরায় রঘুনাথ যখন গোবর্দ্ধনদাসের অর্থে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার চেষ্টাও পরিত্যাগ

করিলেন, তখন মহাপ্রভু অধিকতর আনন্দিত হইলেন। রঘুনাথ যখন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের প্রদত্ত ভোজ্য-সামগ্রী গ্রহণ না করিয়া ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে গমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হইলেন। যখন সিংহদ্বারও পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথ একবেলামাত্র ছত্রে মাধুকরী করিতে থাকিলেন, তখন মহাপ্রভু আরও অধিকতর গুণে আনন্দিত হইলেন; আবার ছত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া কর্দ্দমাক্ত, পর্য্যুষিত, পশুর অখাদ্য সামগ্রী প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতে থাকিলেন, তখন স্বরূপ দামোদর ও মহাপ্রভু এত অধিক আনন্দিত হইলেন যে, নিখিল ঐশ্বর্য্যের সম্রাট্ হইয়াও তাঁহারা রঘুনাথের সেই সম্মানের বস্তু রঘুনাথের নিকট হইতে কাড়িয়া খাইতে গেলেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এখানেই লিখিয়াছেন,—মহাপ্রভু ও স্বরূপদমোদর—"রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে।" ইহারই নাম কি সন্তোষ? ইহারই নাম কি স্নেহ? দুনিয়ার সব লোক সমস্বরে বলিবে,—ইহার নাম নৃশংসতা। একজন রাজপুত্র নবযৌবনকালে রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া পথের ভিখারী

হইলেন, তবুও প্রভুর আশা মিটিল না, তারপর আবার তাঁহাকে ছেঁড়া কানি পরাইয়া ও গরুর অখাদ্য পচা ভাত খাওয়াইয়া ছাড়িলেন এবং ইহাতেই প্রভুর পরম সন্তোষ হইল। ইহা কি সন্তোষ? না হিংসা, মৎসরতা বা নিষ্ঠুরতা? স্নেহমাখা হৃদয় কি কখনও এইরূপ নৃশংসতা সহ্য করিতে পারে? কই, রঘুনাথের স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় পিতা ত' রঘুনাথের এই বৈরাগ্য সহ্য করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের ত' বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহারা রঘুনাথের জন্য নীলাচল পর্য্যন্ত অর্থ ও সেবক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কি নিষ্ঠুর! স্বরূপ-দামোদর কি নৃশংস! ইঁহাদিগকে আবার লোকে 'করুণাসিন্ধু', 'দয়াবতার' প্রভৃতি বলেন! স্নেহময় মাতা-পিতা স্নেহবশীভূত হইয়া যে অর্থ ও সেবক পাঠাইয়াছিলেন, মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর সেইগুলি পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইয়া রাজ-পুত্রকে ছেঁড়া-কাঁথা-কানি পরাইয়া—পশুর অখাদ্য পচা ভাত খাওয়াইয়া ছাড়িলেন! আর তাঁহারাই নাকি দয়াময়দের বিচারে রঘুনাথের প্রতি পরম স্নেহময়। আর স্নেহময় মাতা-পিতা যত—

স্বজনাখ্য-দস্যু! ভাগবতের লেখককে পাইলে যে আমরা আজ কি করিতাম, তাহা বলা যায় না। লেখক বলিয়াছেন,—

কিমাত্মনানেন জহাতি যোহন্ততঃ
কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতি-হেতুভূতয়া
মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষোহব্যয়ঃ॥"

এই দেহের দ্বারা কি হইবে?—যাহা অন্তঃকালে ত্যাগ করে। দায়াদগণকে লইয়াই বা কি হইবে?—যাহারা 'আত্মীয়' নামে পরিচিত দস্যু—আমাদের আত্মধনের সর্ব্বনাশ করে, আমাদিগকে নিজস্ব-পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে। স্ত্রী লইয়াই বা কি হইবে?—যাহা সংসারের একমাত্র হেতু। মানুষের গৃহেরই বা কি প্রয়োজন? এখানে বৃথা আয়ুক্ষয়েরই বা কি আবশ্যক?

নিরীশ্বর-নৈতিক বিশ্বমানব, এইকথাগুলি ভাল করিয়া চিন্তা করুন, উতলা হইবেন না—অসহিষ্ণু হইবেন না, বিচার করুন—চৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করুন; বিচার করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন; তখনই বুঝিতে পারিবেন, মহাপ্রভু

ও মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তগণের দয়া বিশ্ববিপ্লবময়ী। বিশ্বমানব বিশ্বের অভিজ্ঞান-দ্বারা অঙ্ক কষিয়া যাহাকে 'স্নেহ', 'কৃপা', 'দয়া', 'পরোপকার' প্রভৃতি বলিয়া 'ঠিক' দিয়া রাখিয়াছে, সেই ঠিকেই ভুল; তাহা স্নেহ নয়, দয়া নয়, কৃপা নয়, পরোপকার নয়, তাহা হিংসা, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, মৎসরতা। আর বাহ্য-দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা 'হিংসা', 'নিষ্ঠুরতা', 'নৃশংসতা,' মনে করিতেছি, তাহাই পরম কৃপা—মহাবদান্যতা—মহা-অনুকম্পা। ইহা বুঝিয়াছিলেন —নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথ; তাই আমাদের ন্যায় পামর জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার ঐ প্রকার অভিনয়। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হন।

প্রকৃত সদ্গুরু—প্রকৃত গৌরজন তাঁহার অকৃত্রিম, অপার্থিব-স্নেহস্নাত—তাঁহার সুশীতল পদ-ছায়ায় নিত্য-আশ্রিত শিষ্যকে এইরূপ অমায়ায়ই কৃপা করেন—স্নেহ করেন. দয়া করেন, শিষ্যের উপকার করেন; আর স্বজনাখ্য-দস্যু—বিত্তাপহারী গুরুব্রুব—মহাবদান্য মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়া-বিচারবিমুখ ব্যক্তিগণ আপাত স্নেহ-দয়া-উপকারের

নামে ভীষণ হিংসা-নৃশংসতা করিয়া থাকেন। এতবড় সাধের মানব-জীবন—এত বড় একটা সুযোগ—যে সুযোগে সকল আশা, সকল পিপাসা মিটিয়া যাইতে পারে, সেই সুযোগ হইতে তাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করেন, সুতরাং স্নেহময়ের নামে তাঁহাদের মত হিংসক কে ?—মিত্রের নামে তাঁহাদের মত শত্রু কে ?—উপকারীর নামে তাঁহাদের মত অপকারী কে ?—স্বজনের নামে তাঁহাদের মত দুর্জ্জন কে ?—শুভানুধ্যায়ীর নামে তাঁহাদের মত অশুভ-কামী কে ? যতদিন আমরা মোহান্ধ থাকি, ততদিন আমাদের কর্ণে এ সকল কথা প্রবেশ করে না—বিমুখমস্তিকের গঠন-প্রণালী এ সকল কথা ধারণা করিতে পারে না ; উল্টা বোঝে—হিংসাকে দয়া, স্নেহ বোঝে, আর স্নেহকে হিংসা, নিষ্ঠুরতা বোঝে। রোগী বৈদ্যের ব্যবস্থাকে নিষ্ঠুরতা মনে করিবে, ইহা স্বাভাবিক। গৌরসুন্দরের প্রকৃত ভক্ত ছাড়া—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরু ছাড়া অপরের সমগ্র দর্শন নাই—সুদূরদর্শিতা নাই। অপরের দূরদর্শিতার গতি দেহ ও মন পর্য্যন্ত, তাহাদের মুখে আওড়ান আত্মার কথা—কথার কথা মাত্র, মায়াদেবী তাহাদের মাথার

প্যাঁচ এমনি করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন যে, দেহ-মন অতিক্রম করিয়া আত্মার কল্যাণের কথা তাহাদের মস্তিষ্কের নিকট কেহ উপস্থাপিত করিলেই তাহাদের মাথার প্যাঁচগুলি যেন আপনা আপনি (automatically) আঁটিয়া যায়; তাই তাঁহারা আত্মার হিংসা করিয়া দেহ-মনের আপাত-তর্পণকেই 'স্নেহ', 'দয়া', 'উপকার' প্রভৃতি মনে করেন। এখানে রঘুনাথের স্বজন-নামধারী গোবর্দ্ধন দাস প্রভৃতির আচরণ এবং প্রকৃত নিত্য স্বজন মহাপ্রভু-স্বরূপ-দামোদরাদির আচরণ রঘুনাথের চরিত্রে প্রকৃত 'স্নেহ', 'দয়া', 'কৃপা', 'উপকারে'র চিত্র জগতের নিকট অতি পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিয়াছে। প্রকৃত 'কৃপা', 'স্নেহ', 'মমতা' কাহাকে বলে, রঘুনাথ স্বয়ং আমাদিগকে নিজ চরিত্রের উদাহরণচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

(স্তবাবলীতে চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে ১১শ শ্লোক)

আমি মহা কুজন হইলেও যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া কৃপা পূর্ব্বক সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে বিষয়রূপ-দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন্।

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৬ষ্ঠ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

বৃন্দাবনে রঘুনাথ

শ্রীপুরুষোত্তমে রঘুনাথ শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিততনু বিপ্রলম্ভলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গসেবা করিতে থাকিলেন। দীর্ঘ কৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা বার্ষভানবী কুরুক্ষেত্রে যে দিব্যোন্মাদে বিভাবিত হইয়া বৃন্দাবনের মুরলীতাননিনাদিত তপনতনয়াতীরে নিভৃত নিকুঞ্জে কৃষ্ণকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দর্শনেও মহাপ্রভুর সেই ভাব উদিত হইত—নীলাচলে রথোপরি জগন্নাথ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রের বৃন্দাবনীয় বিপ্রলম্ভোদয়, আবার সুন্দরাচলে উপবনমধ্যে জগন্নাথ-দর্শনে রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণকে পাইবার অভিলাষ বিরহ-বারিধিকে দ্বিগুণতর উদ্বেলিত করিয়া তুলিত; স্বরূপ ও স্বরূপানুগ রঘুনাথ মহাপ্রভুর বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলনের অনুকূল অনিলস্বরূপ ছিলেন; তাঁহারা ভাবোপযোগী সেবাদ্বারা মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভেরই অধিকতর: পরিপুষ্টি করিতেন। রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে ষোড়শ বৎসরকাল শ্রীপুরুষোত্তমে থাকিয়া মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

রঘুনাথের জীবাতু-স্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর উভয়েই অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে রঘুনাথের স্বতঃসিদ্ধ বিরহানল আরও বাড়িয়া উঠিল। রঘুনাথ বিরহব্যথিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন, উদ্দেশ্য—এ দেহ আর রাখিবেন না, শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন পূর্ব্বক ভৃগুপাতে দেহ বিসর্জ্জন করিবেন।

রঘুনাথ কর্ম্মিগণের ন্যায় ভৃগুপাত ইচ্ছা করেন নাই; রঘুনাথ ছিলেন আর এক রাজ্যের লোক। তিনি কৃষ্ণকে পূর্ণতমভাবে সেবা করিয়াও "কৃষ্ণের সেবা হইল না, সুতরাং এ পোড়া প্রাণ-ধারণের আবশ্যকতা কি?"—এইরূপ অত্যন্ত বিরহব্যথিতের বিচারে ভৃগুপাতে দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন বিরহোন্মত্ত রঘুনাথকে থামাইলেন; স্নেহের "তৃতীয় ভাই" করিয়া নিকটে রাখিলেন, আর নিরন্তর তাঁহার মুখে বিপ্রলম্ভ-লীলাময়-বিগ্রহ মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করিয়া বিপ্রলম্ভোদ্দীপনের পরিপুষ্টি করিতে থাকিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বীয় প্রভু রঘুনাথের

বৃন্দাবনীয় দৈনিক কৃত্য সরল মধুর ছন্দে গাহিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৮-১০৩),—

"অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন-মাঠা করেন ভক্ষণ ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে ॥
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥"

রাধাকুণ্ডবাসী রঘুনাথ

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড কলিকালে লোকলোচন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবনে আগমন করিয়া সেই যুগল-কুণ্ড পুনরুদ্ধার করেন; কিন্তু সেই কুণ্ডদ্বয়ে অত্যল্পমাত্র জল প্রকাশিত ছিল। নিত্য যুগলকুণ্ড-নিস্নাত রঘুনাথ জগতে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার আদর্শ প্রচার করিবার জন্য কুণ্ডদ্বয় সংস্কারপূর্ব্বক তাহা জলপূর্ণ করিয়া লোকলোচনের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে অর্থানুকূল্যের আবশ্যকতা জানিয়া রঘুনাথের চিত্তে অর্থলাভের চিন্তা উদিত হইলে রঘুনাথ অর্থৈষণা-জন্য আপনাকে ধিক্কৃত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যদিও কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্ট শ্রীল রঘুনাথের অর্থৈষণা পূর্ণ-কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যময়ী, তথাপি পাছে রাধাকুণ্ডবাস ও বেষ-গ্রহণের ছলনা করিয়া মর্কটচরিত্র-ব্যক্তিগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপিণী শূকরী-বিষ্ঠার লালসায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই আদর্শে

বাধা প্রদান করিবার জন্যই রঘুনাথ আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ভগবান ভক্তের মনোভীষ্ট অপূর্ণ রাখেন না। বৈষ্ণব—সত্য-সঙ্কল্প, তাই রঘুনাথের সেবা-সঙ্কল্প-কল্পলতিকা অচিরেই পুষ্পিতা হইল। কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া নারায়ণের দর্শনীস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। নারায়ণ ঐ শ্রেষ্ঠীকে সমস্ত অর্থ ব্রজস্থ অরিষ্টগ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাসের নিকট লইয়া যাইতে স্বপ্নাদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে বলিলেন যে, যদি বিরক্তাগ্রগণ্য রঘুনাথ অর্থ গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে যেন শ্রেষ্ঠী মহোদয় শ্রীল রঘুনাথকে শ্রীকুণ্ডযুগল-সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। সেই শ্রেষ্ঠী নারায়ণের আজ্ঞা পাইয়া ব্রজে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট আসিলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক তৎসমীপে যাবতীয় অর্থ প্রদান করিলেন; তৎসঙ্গে নারায়ণের আজ্ঞাও বিজ্ঞাপিত করিলেন। রঘুনাথ বদান্যবর শ্রেষ্ঠীর সেবা-বৃত্তির পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার-সেবা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্রেষ্ঠী মহোদয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পঙ্কোদ্ধারার্থ বহু লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শ্যামকুণ্ডের তীরে একটী সুপ্রাচীন বৃক্ষ বিরাজিত ছিল; সকলে বলিলেন যে, ঐ কুণ্ডতীরে যে বৃক্ষটী রহিয়াছে, উহা ছেদন পূর্ব্বক শ্যামকুণ্ডের চতুষ্কোণ সমান করিয়া খনন করিতে হইবে। সেই দিন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বপ্নযোগে রঘুনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমরা পঞ্চভ্রাতা এই বৃক্ষরূপে শ্যাম-কুণ্ডের তীরে বিরাজিত রহিয়াছি।" রঘুনাথ পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে আহ্বান করিয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে নিষেধ করিলেন। এই নিমিত্ত শ্যামকুণ্ড বক্র থাকিয়া গেল। রঘুনাথ কুণ্ডযুগলকে সুনির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রঘুনাথ দিবারাত্র যুগল-কুণ্ডের তীরে অনিকেতভাবে বৃক্ষতলেই অবস্থান করিতেন। একদিন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন হইতে শ্রীল গোপাল ভট্টের কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি তথা হইতে মানস পাবন-ঘাটে স্নান করিতে গেলেন, তখন একটী ব্যাঘ্রকে সেই স্থানে জল পান করিতে দেখিতে পাইলেন। বাহ্য-স্মৃতি-

বিলুপ্ত রঘুনাথ কৃষ্ণস্মরণ-চিন্তায় বিভোর হইয়া সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্যাঘ্র রঘুনাথের নিকট দিয়াই বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ সম্মুখে শ্রীসনাতন প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। রঘুনাথ সসম্ভ্রমে সনাতনকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সনাতনও রঘুনাথকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"রঘুনাথ! আমার একটী অনুরোধ, তুমি এখন হইতে বৃক্ষতল ছাড়িয়া কুটীরে ভজন করিবে।" রঘুনাথ সনাতনের আজ্ঞা মান্য করিয়া কুটীরমধ্যে ভজন করিতে থাকিলেন।

যখন রঘুনাথ রাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন এক ব্রজবাসী বিরহব্যথিত রঘুনাথের অন্নাদি ত্যাগ এবং এক দোনা মাত্র ঘোল-পানের নিয়ম দেখিয়া সখিস্থলী গ্রাম হইতে বৃহৎ পলাসপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং ঐ পলাসপত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ ঘোল দোনাপূর্ণ করিয়া তাহা দাস গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। রঘুনাথ নূতন পত্রের বৃহত্তর দোনা দেখিয়া ব্রজবাসীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কোথায় পাইলে?" ব্রজবাসী বলিলেন,—"আমি গোচারণ করিতে করিতে সখিস্থলী গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে উত্তম পত্র দেখিতে পাইয়া তাহা আনয়ন করিয়াছি, তাহা দ্বারাই দোনা প্রস্তুত হইয়াছে।" সখিস্থলীর নাম শুনিবামাত্র রাধাপক্ষীয় রঘুনাথ ক্রোধপূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং তক্রসহ দোনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কতক্ষণ পরে স্থির হইয়া ব্রজবাসীকে বলিলেন,—

"সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম না যাইবা তথি।"

রাধাকুণ্ডবাসে রঘুনাথের আর একজন অন্তরঙ্গ স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সঙ্গী ও শষ্য ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। শ্রীল রঘুনাথ স্বীয় মুক্তাচরিত্র-গ্রন্থের উপসংহারে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথা এইরূপভাবে গুম্ফিত করিয়াছেন—

"যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া
মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে
সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে॥"

আমি যাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে এই অদ্ভুত মৌক্তি-কোত্তমকথা প্রচার করিলাম, আমার জন্মে জন্মে

এই ব্রজভূমিতে সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গ লাভ হউক।

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী কবিরাজ গোস্বামী প্রভু রঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্য-লীলা শ্রবণ করিয়া চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন,—

রঘুনাথ দাসের সদা, প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি, করিয়া প্রতীতি ॥
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহাঁ ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥

শ্রীল রঘুনাথের শ্রীরূপপাদপদ্মনিষ্ঠা ও মুক্তা-চরিত্রের একটী শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

আমি দন্তপংক্তিতে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, জন্মে জন্মে যেন প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।

রঘুনাথের স্বাভাষ্ট তাঁহার স্বনিয়মদশকের কয়েকটী পদ্যে এইরূপভাবে গ্রথিত হইয়াছে,—

স্বনিয়ম-দশকম্

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা-সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু; গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীব্রজভূমি, ভক্তজন এবং শ্রীগোষ্ঠবাসিগণের আমার নিরতিশয় রতি অবস্থান করুক্ ॥ ১ ॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথেঽপি সুজনাদ্-
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্‌গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্তে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥ ২ ॥

অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি শ্রীবৈষ্ণব মহাপুরুষের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই ব্রজভূমিতেই ইতরজনগণের সহিত গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতি জন্মে বাস করিব ॥ ২ ॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুলখেলা-স্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্‌যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটীমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥ ৩ ॥

এই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের সাহিত্যে বঞ্চিত হইলেও আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক অতুল লীলাস্থলীযুক্ত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও ক্ষণকালের জন্য প্রৌঢ়বিভব যুক্ত শ্রীযদুপতিকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় দ্বারকাপুরীতে গমন করিব না ॥ ৩ ॥

গতোন্মাদৈঃ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে আলিঙ্গিতা হইয়া সর্ব্বসমক্ষে শোভা পাইতেছেন, এই কথা যদি আমার শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলেই আমি উদ্ধতচিত্তে মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, গরুড় হইতেও অধিক বেগে উড্ডীয়মান হইয়া এই ব্রজপুরী হইতে দ্বারকায় গমন করিব ॥ ৪ ॥

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং স্নুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥

এই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ কারণরহিত সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানই হউন অথবা সাদি অর্থাৎ কারণযুক্ত অবতারই হউন, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণই হউন, অথবা অনিপুণই হউন, প্রতিক্ষণ প্রকাশমান কারুণ্যশালীই হউন অথবা প্রকৃষ্ট-গুণহেতুক করুণারহিতই হউন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হউন কিম্বা নরমাত্রই হউন, আমার এ সমস্ত বিচারে আবশ্যক নাই, পরন্তু তিনিই প্রতি জন্মে আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন ॥ ৫ ॥

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্ ।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৬ ॥

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা প্রবীণা

গান্ধর্ব্বাকে যে কপটভাবাপন্ন পুরুষ দম্ভবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গোবিন্দের ভজন করে, তাহার সমীপবর্ত্তী অপবিত্র দেশে আমি ক্ষণকালও গমন করিব না—ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত ॥ ৬ ॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যোচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥ ৭ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যাঁহার "রাধা" এই নাম সুপ্রসিদ্ধ এবং যিনি অমৃত দ্বারা সমস্ত জনকে পরিতৃপ্ত করেন সেই এই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ইহলোকে প্রেমনমিত হইয়া ভজন করেন, আমি প্রত্যহ তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক সানন্দে উক্ত পাদোদক পান করিয়া নিরন্তর তাহা মস্তকে ধারণ করি ॥ ৭ ॥

পরিত্যক্তঃ প্রেয়ো-জনসমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌত নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেহদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥ ৮ ॥

আমি নিজ প্রিয়তম বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছি ; তথাপি আমার প্রাণ-ধারণেই মতি হইতেছে। অতএব অদ্য দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীগান্ধর্ব্বা-দেবী কৃপাসহকারে আমাকে নিজপাদপদ্মসমীপে উপনীত করুন ॥ ৮ ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ৯ ॥

আমি দম্ভরহিত এবং নিয়মযুক্ত হইয়া ব্রজধাম-জাত ক্ষীররূপ ভোজ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি পদার্থ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক গিরিবর গোবর্দ্ধন-সন্নিহিত রাধাকুণ্ডতটে বাস করি এবং যথাসময়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে এই প্রিয়তম স্থানেই দেহত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

স্ফুরল্লক্ষ্মালক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভরলসদ্-
বপুঃশ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকরদিব্যদ্গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ-বরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥

যাঁহার সুশোভন অঙ্গের শোভাতিশয়রাশি দেদীপ্যমানা লক্ষ্মীগণকেও তিরস্কৃত করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা এবং কন্দর্পগণ অপেক্ষাও শোভমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি তৎপ্রিয়তম শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া কুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নির্জ্জনে বিবিধ ক্রমে সেবা করিব ॥ ১০ ॥

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়মশংসি স্তবমিমং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি সহিতেনৈব সহিতঃ॥ ১১ ॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে কোন এক ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরচিত নিজ নিয়মসূচক এই স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চিতই হৃষ্ট হইয়া, ব্রজভবনে নিবাস লাভ করিয়া শ্রীরূপের সহিত সানন্দে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু দীর্ঘকাল ধরাধামে প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অপ্রকটে অধিকতর বিরহ-ব্যথিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতনের

আশায় রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; সেই রূপ-সনাতনও যখন অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলেন, তখন রঘুনাথের বিরহ-ব্যথা কোটীগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রঘুনাথ রূপ-সনাতন-হারা হইয়া কিরূপ ভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার "প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশ" নামক নিজ পদ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে।

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥
ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটকদনভারং কোঽবহত্বন্যথা বা॥
গিরিবরতটকুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনেশা-
সরসি রচয়ন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণকীর্ত্তিম্।
ধৃতরতি রমণীয়ং সংস্মরন্ তৎ পদাব্জং
ব্রজদধিফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি॥
বসতো গিরিবরকুঞ্জে লপতঃ
শ্রীরাধিকেঽনুকৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজদধিতক্রং নাম
সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু॥"

আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ ভৃগুপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ, আমার এই দেহকে বিধাতা বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অথবা আমি গাঢ় তর্কদ্বারা অন্য একটী কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এইরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধা-শ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, রাধানাথের সানুরাগ ও রমণীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী-কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি। হে নাথ, হে শ্রীরূপ, গিরিবরকুঞ্জে বাস, অগ্রে "হে রাধে!" তৎপশ্চাৎ "হে কৃষ্ণ,"—এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও তক্র পান করিতে করিতে আমার দিনসমূহ অতিবাহিত হউক।

শ্রীল রূপ-সনাতনের অপ্রকটের পর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর রাধাকুণ্ডে ভজন-প্রণালী ভক্তিরত্নাকরকার শ্রীল ঘনশ্যামের ভাষায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রীদাসগোসাঞির কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া বিরহ-ব্যথায়॥
কোথা শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতন বলি'।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি॥
অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥
যদ্যপিহ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ-ক্রিয়া সব সমাধয়॥
ভূমে পড়ি' প্রণমি' উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে॥
অনুকূল কৈলে প্রশংসয়ে বার বার।
দেখি' সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার॥
প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে॥
দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দুনয়নে॥

দাস গোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যবিহারে॥
নির্জ্জনে বসিয়া করে গ্রন্থানুশীলন।”

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনা ১৫১২ শকাব্দের পর। ভক্তিরত্নাকর নিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিতও রাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীর সাক্ষাতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

'দাস গোস্বামী' সে নির্জ্জন কুণ্ডতীরে।
করেন শ্রীনাম-গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ অগ্রেতে আসিয়া।
দাস গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া॥
অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল আগমন॥
শ্রীঈশ্বরী দেখে দাস গোস্বামীর গমন।
অতিশয় ক্ষীণতনু, তেজঃ সূর্য্য সম॥
শ্রীঈশ্বরী-অন্তর বুঝিতে কেবা পারে॥
ঝরে দুই নেত্রে বারি, নিবারিতে নারে॥

শ্রীদাস গোস্বামী, প্রণমিতে ধৈর্য্য ধরি'।
কৈলা যে উচিত প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী ॥
শ্রীঈশ্বরী আগে দাস গোস্বামী যে কয়।
তাহা শুনি' কার বা না বিদরে হৃদয় ॥"

দাস গোস্বামী প্রভুর
গ্রন্থরাজি

দাস গোস্বামী প্রভুর প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়ের কথা একটী প্রাচীন শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

"রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রস্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালা-দান-মুক্তাচরিতং কৃতিষূদিতম্ ॥

শ্রীঘনশ্যামদাস অন্য ভাষায় লিখিয়াছেন,—

রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
(১) স্তবমালা নাম "স্তবাবলী" যারে কয়।
(২) শ্রীদানচরিত, (৩) মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকৃত 'স্তবমালা' হইতে পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর স্তবগ্রন্থকে 'স্তবাবলী' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই স্তবাবলীর এক একটী স্তব শোভা-মাধুর্য্যে মণিগণের মধ্যে কৌস্তুভমণিকেও পরাভূত করে, উহার এক একটী কৌস্তুভমণির শোভা পরাভবকারী ব্রজব্রততাকুঞ্জের অমূল্য-কুসুম কৃষ্ণকর্ণাবতংস ও কৃষ্ণকর্ণমহামহোৎসব। স্তবাবলীর মধ্যে নিম্ন

লিখিত স্তবরাজি গ্রথিত হইয়াছে,—(১) শ্রীচৈতন্য-অষ্টকম্, (২) শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুঃ, (৩) মনঃ-শিক্ষা, (৪) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা, (৫) শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্, (৬) শ্রীগোর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকম্, (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (৮) ব্রজবিলাসস্তবঃ, (৯) বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিঃ, (১০) প্রেমপূরাভিধস্তোত্রম্, (১১) গ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা, (১২) স্বনিয়মদশকম্, (১৩) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রম্, (১৪) শ্রীরাধিকাষ্টকম্, (১৫) প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজঃ, (১৬) স্বসঙ্কল্পপ্রকাশস্তোত্রম্, (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ, (১৮) প্রার্থনা-মৃতম্, (১৯) নবাষ্টকম্, (২০) গোপালরাজস্তোত্রম্, (২১) শ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্, (২২) শ্রীবিশাখানন্দ-দাভিধস্তোত্রম্, (২৩) শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্, (২৪) উৎকণ্ঠা-দশকম্, (২৫) নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম, (২৬) অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্, (২৭) দান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্, (২৮) প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকম্, ও (২৯) অভীষ্টসূচনম্।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর স্তবাবলীর অন্তর্গত মনঃশিক্ষার কয়েকটী শ্লোক অনুবাদের সহিত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

মনঃশিক্ষা

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

হে ভ্রাতঃ মন, তুমি দম্ভ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগুরু-দেব. শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সজ্জনগণ, বিপ্রগণ, ইষ্টমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণনাম এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ রক্ষকের প্রতি সর্ব্বদা অপূর্ব্ব ও অতিশয় অনুরাগ ধারণ কর। আমি তোমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক চাটুবাক্যসমূহের দ্বারা ইহা প্রার্থনা করিতেছি॥ ১ ॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার

কর এবং শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজ-ভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

হে মন, শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতি জন্মে অনুরাগ-যুক্ত হইয়া ব্রজধামে নিবাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের শীঘ্র সেবাবিষয়ে অভিলাষ কর, তাহা হইলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, সগণ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তদগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

হে মন, তুমি দুর্জ্জনের সহিত বর্সাতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, যেহেতু, উহা বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্ব অপ-হরণ করিয়া থাকে। এইরূপ মুক্তিস্বরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না, যেহেতু, উহা সর্ব্বশরীর গ্রাস

করিয়া থাকে। অপিচ, যে লক্ষ্মীনারায়ণ-ভক্তি এই ব্রজধাম হইতে পরব্যোমে লইয়া যায়, তাহাও পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কর। যেহেতু ঐ রাধাকৃষ্ণ হৃদয়মধ্যে প্রেমমণি প্রদান করেন ॥ ৪ ॥

অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতিবকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

হে মন, কাম প্রভৃতি কুপথপ্রাপক বঞ্চকগণ কর্ত্তৃক আমি গলদেশে অসৎ চেষ্টারূপ ক্লেশদায়ক ভীষণ পাশসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছি; অতএব তুমি বকশত্রু নন্দনন্দনের বর্ত্মরক্ষক শ্রীবৈষ্ণবগণকে এরূপভাবে কাতরস্বরে আহ্বান কর, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে উহা হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটীনাটী ভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

হে মন, তুমি কি জন্য প্রকৃষ্টরূপে উদীয়মান কপটতাজনিত কুটিনাটীরূপ গর্দ্দভের ক্ষরিত মূত্রে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকে দগ্ধ করিতেছ। তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদদ্বন্দ্ববিষয়ক প্রেম-ভক্তিরূপ বিলসমান সুধাসমুদ্রে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নম্ন মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

হে মন, প্রতিষ্ঠারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধুপ্রেম কিরূপে এই হৃদয় স্পর্শ করিবে? তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ অতুলনীয় সামন্তরাজের সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচ রমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধু প্রেমকে তথায় প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭ ॥

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মন ॥ ৮ ॥

হে মন, শ্রীগিরিধর শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ শঠজনের দুষ্টত্ব দূরীভূত করিয়া উজ্জ্বল প্রেমামৃত প্রদান এবং শ্রীরাধিকা-ভজন-বিধিতে প্রেরণা উৎপাদন করেন, তুমি এই গোষ্ঠে কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে সেইরূপে ভজন কর ॥ ৮ ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্ ।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

হে মন, তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মদীয়া ঈশ্বরী শ্রীরাধিকার নাথরূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিজের নাথরূপে, শ্রীললিতাকে শ্রীরাধিকার অতুলনীয়া সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে শিক্ষাসমূহের প্রচারণ-গুরুরূপে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও ললিত-রতিপ্রদরূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাৎ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

হে মন, যিনি সৌন্দর্য্য-কিরণসমূহ দ্বারা কন্দর্প

প্রিয়া রতিদেবী, শিবপত্নী গৌরীদেবী এবং লীলা-নাম্নী শক্তিকে তাপ প্রদান করেন, সৌভাগ্যসম্বলন দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাদেবীকে পরিভব করেন এবং স্ব-সুলভ বশীকরণ-ধর্ম্মাদি দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদয়িতা শ্রীরাধাকে ভজন কর ॥ ১০ ॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশ-রাধাগিরিভৃতৌ
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্‌গুণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

হে মন, তুমি নিজ-গুরুদেব শ্রীরূপের সহিত ব্রজধামে গোষ্ঠে ললিতা-সুবলাদিগণযুক্ত, পরস্পরের প্রতি কন্দর্পভাববিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা-লাভের জন্য প্রত্যহ ভজন-পরিপাটি সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ এবং প্রণাম-রূপ পঞ্চবিধ অমৃত পান করিয়া সর্ব্বদা সেই গোবর্দ্ধনের আরাধনা কর ॥ ১১ ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।

সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

যিনি মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুর-বচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন-গোস্বামী ও শ্রীগোপাল-শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীজীব-গোস্বামী প্রমুখ যূথের সহিত বর্ত্তমান শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অনুপম ভজনরত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধা-নিজ-জন রঘুনাথ

গৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীদাস গোস্বামি-প্রভুকে এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"দাসঃ শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্॥
ভানুমত্যাখ্যা বা কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ॥"

পূর্ব্বে ব্রজলীলায় গৌরজন শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'শ্রীরসমঞ্জরী' নামে খ্যাত ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীমতী রতিমঞ্জরীও বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ নামভেদে তাঁহাকে ভানুমতীও বলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যেরূপ সম্বন্ধজ্ঞান-তত্ত্বের আচার্য্য, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যেরূপ অভিধেয়াচার্য্য, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীও সেইরূপ প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য। তিনি কৃষ্ণ-রতির মূর্ত্তি-বিগ্রহ। কৃষ্ণরতিই জীবের পরম প্রয়োজন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার মহাগ্রন্থের প্রতি-পরিচ্ছেদের আদিতে ও অন্তে শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্রভু-দ্বয়কে স্বীয় 'প্রভু' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন,—

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সেই যুগল-পীরিতি॥"

পরিশিষ্ট

শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যেঽখিল-জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থূৎকারনিবহম্।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ-
স্তরঙ্গৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

মানবগণ যাঁহার (সবিলাস) গতি-দর্শনে মদমত্ত মাতঙ্গবরের প্রতি এবং যাঁহার মুখমণ্ডল-দর্শনে পূর্ণ-চন্দ্রের প্রতি থুৎকারসমূহ নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং যিনি নিজ-কান্তিদ্বারা স্বর্ণাচল সুমেরু-পর্ব্বতকেও স্বমাধুর্য্য-প্রভাবে যে যে স্থানে উৎপন্ন, তত্তৎস্থানেই স্থিতিশীল করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব সুধাময় বচনপ্রবাহের সহিত আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১ ॥

অলঙ্কৃত্যাত্মানং নববিবিধ-রত্নৈরিব বলদ্-
বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ।

হসন্ স্বিন্নন্নৃত্যন্ শিতিগিরিপতের্নির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ২ ॥

যিনি বিবিধ নবীন রত্নতুল্য অতি বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুট বচন, কম্প, অশ্রু ও পুলকরাশি দ্বারা নিজ বিগ্রহকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথ-দেবের পুরোভাগে তাঁহার অতিশয় হর্ষোৎপাদনের জন্য হাস্যসহকারে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ২ ॥

রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্-গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চল্লোঁকানরুণ-জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈ-
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

যিনি 'সমৃদ্ধিমদ'নামক সম্ভোগরসের অনুভবজনিত আনন্দে ইতস্ততঃ চরণ সঞ্চারণ এবং অরুণ-বর্ণ জল-যন্ত্র-সদৃশ নয়নযুগল হইতে বিগলিত সলিলরাশিতে জগৎ-সেচন-সহকারে কম্পচলিত দন্তসমূহদ্বারা মধুর অধর দংশনপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুণ্ঠন্ ভূমৌ কাক্কা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

যিনি একদা কাশীমিত্রের ভবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতিবিরহহেতু ভুজ ও পদযুগলের শোভা ও সন্ধিস্থান শিথিলভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের অতিদীর্ঘত্ব ধারণ করিয়া অতি-বিকলভাবে গদ্‌গদ-বচনে অতি-কাতরতার সহিত রোদন করিতে করিতে ভূলুণ্ঠন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্-
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

যিনি সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদনের জন্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াও পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ তথায় অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, গৃহের দ্বারত্রয় উদ্‌ঘাটন না করিয়া অত্যুচ্চ প্রাচীরত্রয়

উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলিঙ্গদেশোদ্ভব গোসমূহের মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতিবিরহ-হেতু শরীরে খর্ব্বতা উদিত হওয়ায় কূর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

যিনি স্বীয় অগণিত প্রাণোপম শ্রীব্রজধামের বিরহজাত উন্মাদ-হেতু নিরন্তর অতিশয় প্রলাপ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে গৃহভিত্তিতে বদনমণ্ডল ঘর্ষণ করায় ক্ষতজন্য সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত তদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

যিনি একদা শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপালকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনী সখী মনে করিয়া উন্মাদের ন্যায় "হে সখি, আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমি সত্বর তাঁহাকে এস্থানে আনয়নপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করাও"—এইরূপ বলিলে "তুমি প্রিয়দর্শনের জন্য সত্বর গমন কর"—দ্বারপাল এইরূপ উক্তি করিয়াছিল ; তাহাতে যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

যিনি নীলাচল-সমীপস্থ চটকপর্ব্বতের দর্শনহেতু নিজ-ভক্তগণের প্রতি "আমি বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন-দর্শনার্থ এস্থান হইতে যাত্রা করিতেছি"—এইরূপ বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তদভিমুখে ধাবিত হইলে নিজ-ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, সেই

শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অলং-দোলাখেলা-মহসি বর-তন্মণ্ডপতলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি-মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

যিনি বিভূষিত দোলাখেলার শোভাযুক্ত উত্তম প্রসিদ্ধ মণ্ডপতলে স্বীয় স্বরূপ এবং অপর নিজ-গণের সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণনামসমূহের অতি-মধুর গান করিয়া অভিনয়বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

যিনি গরুড়ের প্রতি নারায়ণের ন্যায় গোবিন্দ নামক ভক্তবরের প্রতি পরমদয়া, সান্দীপনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঈশ্বরপুরীপাদের প্রতি গুরুভক্তি এবং শ্রীসুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বরূপ-গোস্বামীর

প্রতি পরম স্নেহভাব ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ ॥
উরো-গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

যিনি মাদৃশ পতিত এবং কুজনকেও কৃপা-পূর্ব্বক মহাসম্পৎ ও কলত্র হইতে উদ্ধার করিয়া, স্বীয় শ্রীস্বরূপের নিকট স্থাপিত করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং আমাকে প্রিয়রূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষোদেশে গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম-
প্রভাভ্রাজৎপদ্যাবলি-ললিতশাখং সুরতরুম্ ।
মুহুর্যোঽতিশ্রদ্ধৌষধিবরবলৎপাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরসগুরুতল্লোক্বনফলম্ ॥ ১২ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবে বর্ত্তমান বিবিধ নির্ম্মল প্রেমরূপ কুসুমের প্রভায় দেদীপ্যমান পদ্যাবলিরূপ

শাখাযুক্ত এই স্তবকল্পতরুটীকে অতি শ্রদ্ধারূপ ঔষধিসম্বলিত পাঠসলিলে অভিষিক্ত করেন, তিনি রসবিশিষ্ট গুরুদেবের অবলোকনরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীদাস গোস্বামিবিরচিতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-
স্তবকল্পতরুঃ সমাপ্তঃ ।

শ্রীশচীসূন্বষ্টকম্

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ১ ॥

যে শ্রীহরি ব্রজধামে দর্পণমধ্যে প্রতিফলিত স্বীয় অনুপম অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধিকার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাহা অনুভব করিবার জন্য শ্রীরাধিকার গৌরকান্তি-দ্বারা স্বীয় বিগ্রহের তাদৃশ রূপ গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ১ ॥

পুরীদেবস্যান্তঃপ্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদপরিচর্য্যার্চ্চিতপদঃ।
স্বরূপস্য প্রাণার্বুদ-কমল-নীরাজিত-মুখঃ
শচীসূনুঃ কি মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ২ ॥

যিনি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়স্থিত প্রেম-মধুতে স্নান করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহযুক্ত, স্বভৃত্য গোবিন্দ-

কর্তৃক প্রকাশমান নির্ম্মল পরিচর্য্যা-দ্বারা যাঁহার পদযুগল নিরন্তর সংসেবিত এবং শ্রীস্বরূপ-পাদের অসংখ্য প্রাণকমল দ্বারা যাঁহার বদন নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ২ ॥

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রিদ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুরনামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ৩ ॥

যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও লোকশিক্ষার্থ কৌপীন এবং তদুপরি অরুণ-বর্ণ বহির্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল এবং সুমেরুশোভা-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত, যিনি সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে নিজের মধুর নামরাশি কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৩ ॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তিনিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ৪ ॥

যাহা ভক্তিনিপুণ পুরাতন মুনিগণেরও অজ্ঞেয় এবং শ্রুতির পরম গোপনীয় ধন, এরূপ উজ্জ্বল প্রেম-রস যাহার ফলস্বরূপ, সেই ভক্তিলতাকে যিনি অতিশয় কৃপাবশতঃ গৌড়দেশে বিস্তার করিয়াছেন, সেই পরম-কৃপালু শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৪ ॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ৫ ॥

যিনি জগতে গৌড়দেশীয় জনগণকে আত্মীয়-রূপে স্বীকার করিয়া—"হে জনগণ, তোমরা সংখ্যানু-সারে 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম কীর্ত্তন কর"—এইরূপ বাক্যে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৫ ॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেমনিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়িগরুড়স্তম্ভচরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ৬ ॥

যিনি সর্ব্বদা প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভের চরমদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে অবস্থানপূর্ব্বক সম্মুখে নীলাচল-পতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পরম-প্রেম-নিবন্ধন বিগলিত নয়নজলে স্বীয় উন্নতোজ্জ্বল বিগ্রহকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৬ ॥

মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা দ্যুতিবিজিতবন্ধুকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটিনিহিতমন্যং পরিলসন্ ।
সমুত্থাপ্য প্রেম্ণাগণিতপুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ৭ ॥

যিনি দন্তসমূহ দ্বারা বন্ধুক-কান্তিবিজয়ী স্বীয় অধরকে দংশনপূর্ব্বক বামহস্ত কটিতলে বিন্যস্ত এবং দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া সহর্ষে নৃত্য-কৌতুকযুক্ত এবং কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া অগণিত রোমাঞ্চশালী হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৭ ॥

সরিত্তীরারামে বিরহবিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়নজলধারা-বিততিভিঃ ।

মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ৮ ॥

যিনি নদীতীরস্থ উপবনে গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিহ্বল হইয়া নয়নজলধারাসমূহ দ্বারা অপর এক নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বারম্বার মূর্চ্ছা-ভাবাপন্ন হইয়া নিখিল বিশ্বকে মৃতের ন্যায় চৈতন্য-রহিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ৮ ॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথু প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিত-রসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৯ ॥

যিনি অতি-বিমল বুদ্ধিযুক্ত হইয়া দৈন্যাতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্ট-সম্পাদক শ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি অতি-শয় কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসপ্রদ প্রেম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীলদাসগোস্বামিবিরচিতং শ্রীশচীসূন্বষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

প্রেমাম্ভোজমকরন্দস্তবরাজঃ

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্ ।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্ ॥ ১ ॥

মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণিভাবিতবিগ্রহ, কৃষ্ণ-প্রতি সখীর যে প্রণয়, তাহাই সদ্গন্ধ কুঙ্কুমাদি দ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥ ১ ॥

কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া ।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বাহ্ণে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥ ২ ॥

হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাম্ ।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরীবিচিত্রিতকলেবরাম্ ॥ ৩ ॥

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্র-পরিধান, সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম-শোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গার-রসরূপ কস্তূরী দ্বারা চিত্রকলেবর ॥ ৩ ॥

কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা ।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদগদ, স্বর, রক্তুতা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তম রত্নে অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥

ক্লিপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্ ।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাস-পট্টবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥ ৫ ॥

সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণসকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান, ধীর ও অধীরা-ভাবকে তিনি পট্টবাস অর্থাৎ কর্পূরাদি দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্ ।
কৃষ্ণনামযশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্ ॥ ৬ ॥

প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ বদ্ধ-কেশপাশ, (খোঁপা) সৌভাগ্যরূপ তিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল, কৃষ্ণনাম ও যশঃশ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥

রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্ ।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিত-কর্পূরবাসিতাম্ ॥ ৭ ॥

অনুরাগরূপ তাম্বূল দ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত, প্রেম-কৌটিল্যকেই যিনি কজ্জলরূপে ধারণ

করিয়াছেন ; নর্ম্ম অর্থাৎ উপহাস-হেতু মৃদু হাসিরূপ-কর্পূর দ্বারা যিনি সুবাসিত ॥ ৭ ॥

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া ।
নিবিষ্টাং প্রেম-বৈচিত্ত্যবিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥ ৮ ॥

সৌরভরূপ অন্তপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলে বিপ্রলম্ভরূপ হার প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ তরলরূপে দোলায়িত ॥ ৮ ॥

প্রণয়ক্রোধসচ্চোলী বন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্ ।
সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষিযশঃশ্রী-কচ্ছপী-রবাম্ ॥ ৯ ॥

প্রণয়-ক্রোধরূপ কাঁচুলী দ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত, সপত্নীগণের মুখবক্ষঃশোষণকারী যশঃশ্রীই যাঁহার কচ্ছপী বীণা ॥ ৯ ॥

মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাম্ ।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধূলী-পরিবেশিকাম্ ॥ ১০ ॥

যৌবনরূপ-সখীর স্কন্ধে যিনি স্বীয় লীলারূপ করকমল রাখিয়াছেন ; যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণকন্দর্পানন্দি মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥ ১১ ॥

এবম্ভূতা শ্রীরাধাকে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি,—এই সুদুঃখিত জনকে স্বীয় দাস্যরূপ অমৃত দানে জীবিত করুন ॥ ১১ ॥

ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে, হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥ ১২ ॥

হে গান্ধর্ব্বিকে, দয়াময় কৃষ্ণ শরণাগত জনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না, তুমিও তদ্রূপ আশ্রিত জনকে ত্যাগ করিও না ॥ ১২ ॥

প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকা-কৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার কৃপা-হেতু এই প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দাখ্য স্তবরাজ পাঠ করেন, তিনি শ্রীরাধাদাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

সমাপ্ত